Lhl

je£l ®Q±dl£

i¢jL¡

আমরা সবাই কম-বেশি নাটক দেখেছি; কখনো মঞ্চে বা টেলিভিশনে, কখনো বা নাটক শুনেছি রেডিওতে। আপনিও নিশ্চয়ই নাটক দেখেছেন, কিংবা শুনেছেন। অতীতকালে নাটক কেবল দেখারই বিষয় ছিল। এ-জন্যে প্রাচীন ভারতে নাটককে বলা হতো দৃশ্যকাব্য। কিন্তু আধুনিককালে প্রচার মাধ্যমের উন্নতির ফলে এখন নাটক শোনারও বিষয় হয়েছে। যেমন আমরা নাটক শুনি রেডিওতে, কখনো বা ক্যাসেট প্লেয়ারে। আপনিও তো নাটক দেখেছেন কিংবা শুনেছেন। কিন্তু বলতে কি পারবেন, নাটক কাকে বলে? নাটকের বৈশিষ্ট্য কি? প্রশ্নটা একটু জটিল হলো, তাই না? দেখাই যাক তাহলে, বিষয়টা সহজভাবে আমরা কিভাবে বুঝতে পারি।

সাহিত্যের নানা রকম শাখা রয়েছে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ছড়া, প্রবন্ধ- এগুলো সাহিত্যের প্রধান প্রধান শাখা। এসব শাখার মধ্যে নাটক খুবই জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। সহজ কথায় বলা যায়, দেখা ও শোনার বিষয়। মনে করুন, আপনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে রবিবারের সাপ্তাহিক নাটক দেখতে বসেছেন। নাটক শুরু হলো। কিন্তু আপনার সামনে টেলিভিশনের পর্দায় ছবি আসছে না কিন্তু শব্দ ঠিকভাবেই শুনতে পারছেন। নিশ্চয়ই আপনার খুব খারাপ লাগবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবিই যদি দেখা না গেল, তাহলে নাটক দেখে আর আনন্দ কোথায়? আবার মনে করুন, আপনার টেলিভিশনে ছবি খুব ভালো আসছে, কিন্তু শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তাহলেও আপনার মন খারাপ হয়ে যাবে। তাই নয় কি? এমনটা কেন হয়? কারণ, আমরা আগেই বলেছি, নাটক একই সঙ্গে দেখা ও শোনার বিষয়। অবশ্য মনে রাখবেন, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে রেডিও নাটক। রেডিও নাটক আমরা কেবল শুনি; কিন্তু দেখি না, দেখতে চাই না।

এবার তাহলে নাটকের একটা সংজ্ঞা দেয়া যাক। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাহায্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না আনন্দ বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন তাকে নাটক বলে। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী কর্তৃক অভিনীত হবে- এ উদ্দেশ্য নিয়েই নাটকের সৃষ্টি। নাটক শব্দটির মধ্যেই রয়েছে এর ইঙ্গিত। নট, নাট্য, নাটকে তিনটি শব্দেরই মূল হলো নট্। আর নট্-এর অর্থ হলো নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা ইত্যাদি। নাটকের ইংরেজি প্রতিশব্দ Drama-র মধ্যেও একই সত্য আমরা খুঁজে পাই। Drama শব্দের মূলে রয়েছে গ্রিক শব্দ Dracin, যার অর্থ 'to do' অর্থাৎ কিছু করা। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন, নাটকের মধ্যে আমরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথাবার্তা এবং হাত-পা-মুখ-চোখ নড়াচড়ার মাধ্যমে জীবনের বিশেষ কোনো দিক বা ঘটনার অভিনয় দেখতে পাই। অভিনীত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নাটকের সৃষ্টি হলেও, কেবল পাঠ করেও আমরা নাটকের রস উপলব্ধি করতে পারি। তবে মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমেই নাটকের মৌল উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কাজেই নাট্যগ্রন্থ পাঠ করে যে আনন্দলাভ, নাটকের শিল্পরূপ বিচারে তা মুখ্য নয়, গৌণ বিষয় মাত্র।

নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল

আপনি আগেই জেনেছেন, মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদি ভাব অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে নাটক। বস্তুত, সাহিত্যের অন্য যে সব শাখা রয়েছে, সেখানেও মানব জীবনের নানা দিক রূপায়িত হয়। তাহলে নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্য শাখার মৌল পার্থক্য কোথায়? মূল পার্থক্য হলো, নাটকের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতার সম্পর্ক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মানুষ একাকী যখন ও যেভাবে ইচ্ছা উপভোগ করতে পারে, কিন্তু নাটক উপভোগ করতে হয় নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে এবং সম্মিলিতভাবে। এজন্যে অন্যান্য সাহিত্য শাখা থেকে নাটকের আঙ্গিক ও গঠনকৌশল সম্পূর্ণ আলাদা এবং বিশেষ নিয়ম-নীতি দ্বারা সুনির্দিষ্ট।

প্রতিটি নাটকের মধ্যে চারটি প্রধান উপাদান থাকে। এগুলো হচ্ছে: ১. কাহিনী বা বিষয়, ২. চরিত্র, ৩. সংলাপ এবং ৪. পরিবেশ। একজন নাট্যকারকে নাটক রচনার সময় এ চারটি উপাদানের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়।

প্রতিটি নাটকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কাহিনী থাকে। মানবজীবন মূল অবলম্বন হলেও মানুষের সম্পূর্ণ জীবন নাটকে উপস্থাপিত হয় না। জীবনের বিশেষ কোনো ঘটনা বা বিষয়কে অবলম্বন করে নাট্যকার নাটক রচনা করেন। নাট্যকারকে সব সময় মনে রাখতে হয় যে, নাটক নির্দিষ্ট একটি মঞ্চে অভিনেতা অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত হবে। তাই কাহিনীর মধ্যে এমন

কিছু আনা যাবে না, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এছাড়া, নাটকের অভিনয় সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে থাকে। তাই কাহিনী এতটা বড় করা যায় না, যা অভিনীত হতে এর চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এ কারণে একজন রাজা, একদল শ্রমজীবী মানুষ, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা কিংবা পথভ্রষ্ট এক তরুণের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে বসলে তার বা তাদের সব কথা নাটকে বলা যায় না, বলতে হয় নির্বাচিত কিছু কথা, যা দিয়েই গড়ে ওঠে নাটকের কাহিনী। এক্ষেত্রে টেলিভিশনের সিরিজ নাটকগুলোকে ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সিরিজ নাটকে বিশাল এবং বিস্তৃত জীবনকাহিনী উপস্থাপন করা সম্ভব, কেননা নাটক সেখানে ৬০ থেকে ৯০ মিনিটের সময়সীমায় বন্দি নয়। ইচ্ছা করলেই অনেক ঘটনা সেখানে নিয়ে আসা সম্ভব।

কাহিনীকে সাজাতে হলে চরিত্রের প্রয়োজন। কারণ চরিত্র ছাড়া নাটকের কাহিনী দাঁড়াবে কিভাবে? তাই নাট্যকারকে প্রথমেই কতিপয় চরিত্র নির্বাচন করতে হয়। নাটকে একটি প্রধান চরিত্র থাকে। তাকে কেন্দ্র করেই ঘটনা বিকশিত হয়। কিন্তু প্রধান চরিত্র তো একা একা কথা বলতে পারে না। তাই তার সঙ্গে সঙ্গে আসে আরো কিছু চরিত্র। এরা সবাই মিলে নাটকের কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। প্রত্যেক নাটকেই দুগুচ্ছ চরিত্র থাকে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এবং বোঝেন, পৃথিবীর যে কোনো সমস্যায় কমপক্ষে দুটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ বিশেষ একটি কাজকে সমর্থন করে, অন্যপক্ষ করে তার বিরোধিতা। দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়েই নাট্য-কাহিনীতে চরিত্র বিকশিত হয়।

কাহিনী আর চরিত্র তো পাওয়া গেল, এখনো কিন্তু নাটক হলো না। কারণ চরিত্রগুলো এখনো কথা বলতে পারছে না। কথা বলার জন্যে চাই সংলাপ। সংলাপ কাহিনী ও চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়েই নাট্যকাহিনী বিকশিত হয়। বস্তুত, সংলাপের মাধ্যমে তিনটি বিশেষ প্রয়োজন সাধিত হয়। এগুলো হচ্ছে-

ক. নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশ ও প্রমাণ করার জন্য সংলাপ;

খ. চরিত্রসমূহের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য সংলাপ; এবং

গ. নাটকের দ্বন্দ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সংলাপ।

নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, সংলাপই মূলত নাটকের প্রাণ। সংলাপের মাধ্যমেই নাট্য-পরিস্থিতি নির্মিত হয়। সংলাপ ব্যর্থ হলে, নাট্যরস ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। গল্প বা উপন্যাসে বর্ণনার অবকাশ আছে, সেখানে গল্পকার বা ঔপন্যাসিকও কথা বলতে পারেন। কিন্তু নাটকে সে সুযোগ থাকে না। সংলাপের মাধ্যমেই সব কাজ এখানে করতে হয় নাট্যকারকে।

নাটকের কাহিনী, চরিত্র ও সংলাপকে অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য নাট্যকার পরিবেশ তৈরি করেন। নাচ, গান, শব্দ-সংযোজন, আলোক-বিন্যাস, কাহিনী-অনুযায়ী দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জা এবং মঞ্চ-নির্মাণের কৌশলের মাধ্যমে নাটকের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন হয়। তাই পরিবেশ নির্মাণের প্রতি নাট্যকারকে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। এমন কোনো পরিবেশ নাটকে না থাকাই ভালো, যা মঞ্চে উপস্থাপন করা অসম্ভব।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, নাটকের যে চারটি উপাদানের কথা বললাম তার মধ্যে কোনোটি সবচেয়ে বড় বা প্রধান উপাদান। না, কোনো উপাদানকেই আমরা প্রধান বলবো না, প্রধান করে বলারও কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু মনে রাখব, ঐ চারটি উপাদান মিলেই গড়ে ওঠে একটি নাটক। তবে এখানে জেনে রাখা ভালো, এক এক যুগে এক একটি উপাদান প্রধান হয়ে দেখা দেয়। সেদিক থেকে কাহিনী এবং চরিত্রের স্থানই উচ্চে। গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটল প্রাচীন গ্রিক নাটকগুলো পরীক্ষা করে নাটকের গঠন কৌশল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, তিনটি বিষয়ের ঐক্যই একটি নাটকের গঠন কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ঐক্যত্রয় হচ্ছে-

১. কালের ঐক্য;

২. স্থানের ঐক্য; এবং

৩. ঘটনার ঐক্য।

কালের ঐক্য বলতে আমরা বুঝি, নাটক মঞ্চে যত সময় অভিনীত হবে, সে-সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটা সম্ভব, নাটকে কেবল তা-ই ঘটানো যাবে। এর বেশি কিছু ঘটানো হলে নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট হতে পারে। কালের ঐক্য বিষয়ে পরবর্তী সময়ের

আরো একটি মতের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। একদল নাট্য-সমালোচক মনে করেন, এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয় অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মঞ্চে যতটুকু কাহিনী ঘটানো সম্ভব- তা-ই কালের ঐক্য।

স্থানের ঐক্য হলো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাটকের চরিত্রসমূহ যতটুকু স্থান পরিবর্তন করতে পারে, নাটকে ততটুকুই দেখানো হবে। এর বেশি স্থানান্তর নাটকের জন্য অপ্রয়োজনীয়। ঘটনার ঐক্য হলো, নাটকেএমন কোনো ঘটনা আনা যাবে না, যা মূল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। অ্যারিস্টটলের মতে, অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ নাটকের শিল্পগুণ নষ্ট করে। মূল নাট্য-কাহিনীকে অ্যারিস্টটল আদি-মধ্য এবং অন্ত্য- এ তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। একই সঙ্গে এ-তিন পর্যায়ের মধ্যে তিনি অখণ্ড সমন্বয়ের কথাও বলেছেন। নাট্যকাহিনী বিকাশের ক্রমকে অনুসরণ করেই আদি, মধ্য ও অন্ত্য পর্ব বিবেচনা করা হয়। খুব সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি- নাট্য সমস্যার উপস্থাপনা, চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন এবং মূল সমস্যায় অনুপ্রবেশের পূর্বাবস্থা হলো আদি পর্যায়। মধ্য পর্যায়ে নাট্যদ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং মূল সঙ্কটের একটি চূড়ান্ত নাট্যমুহূর্ত নির্মিত হয়। অন্ত্য-পর্বে অতি দ্রুত কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। অ্যারিস্টটলের মতে নাট্যকাহিনীর এই তিন পর্বের মধ্যে গভীর ঐক্য ও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

এখানে একটি কথা আপনার মনে রাখা প্রয়োজন, উপরের তিনটি ঐক্যের মধ্যে স্থান ও কালের ঐক্য মেনে নিয়ে নাটক রচনা রীতিমতো অসাধ্য কাজ। এই দুই ঐক্য মেনে চললে নাটকের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তাই আধুনিক কালে নাটকে আমরা ঐ দুই ধরনের ঐক্য তেমন লক্ষ করি না। এমন কি শেক্সপীয়রও কাল ও স্থানের ঐক্য তাঁর সব নাটকে মানেন নি। তবে ঘটনার ঐক্য নাটকের জন্য অনিবার্য শর্ত। ঘটনার ঐক্য বিনষ্ট হলে নাটক কিছুতেই সার্থক হবে না।

একটি নাটকের গঠনকে প্রধানত পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। পর্ব পাঁচটি নিম্নরূপ-

১. কাহিনীর আরম্ভ Exposition (মুখ);

২. কাহিনীর ক্রমব্যাপ্তি Rising Action (প্রতিমুখ);

৩. উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব Climax (গর্ভ);

৪. গ্রন্থিমোচন Falling Action (বিমর্ষ);

৫. যবনিকাপাত Conclusion Denouement (উপসংহতি)।

উপরের পাঁচটি পর্যায়কে অবলম্বন করে রচিত হয় পঞ্চাঙ্ক নাটক। একটি পর্যায় নিয়ে লেখা হয় একটি অঙ্ক। অ্যারিস্টটলের মতে, পঞ্চাঙ্ক নাটকই হচ্ছে আদর্শ নাটক। বর্তমান কালে নাটকের এই পাঁচটি পর্যায়, পাঁচের চেয়ে কম অঙ্কে নাটক রচনা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। কখনো বা এক অঙ্কের পরিসরেই পাঁচটি পর্যায়কে ধারন করে উৎকৃষ্ট নাটক লেখা হচ্ছে।

নাটকের শ্রেণীবিভাগ

আপনি যেসব নাটক দেখেছেন, তার সবগুলোই কি একই রকমের? নিশ্চয়ই নয়। কোনো নাটক দেখে আপনি হেসেছেন, কখনো কেঁদেছেন, কখনো পেয়েছেন আনন্দ, কখনো বা কষ্ট। কোনো কোনো নাটকে আপনি সমাজের বিশেষ কোনো ঘটনা বা চিত্র দেখেছেন; কোথাও বা দেখেছেন ঐতিহাসিক কোনো চরিত্রের বিজয়কাহিনী কিংবা তার পতন ও পরাজয়ের ইতিহাস। এসব কারণে নাটককে আমরা কতগুলো ভাগে বিভক্ত করতে পারি। নানা ধরনের মাপকাঠির আলোকে নাটককে যে সব শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব, তার একটা ছক নিচে দেয়া হলো-

মাপকাঠি	নাটকের শ্রেণীবিভাগ				
ভাব-অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	ক্ল্যাসিকাল	রোম্যান্টিক	বাস্তববাদী		
বিষয়- অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	পৌরাণিক	ঐতিহাসিক	সামাজিক	রাজনৈতিক	চরিতমূলক
রস-অনুসারে	ট্র্যাজেডি	কমেডি	মেলোড্রামা	ট্র্যাজি-কমেডি	প্রহসন

শ্রেণীবিভাগ					
উদ্দেশ্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	সমস্যামূলক	রূপকনাট্য	সাঙ্কেতিক	অভিব্যক্তিবাদী	অ্যাবসার্ড
রূপ-অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	লোকনাট্য	গীতিনাট্য	নৃত্যনাট্য	কাব্য নাটক	পথনাটক
আয়তন অনুসারে শ্রেণীবিভাগ	পাঁচ অঙ্কের নাটক	তিন অঙ্কের নাটক	এক অঙ্কের নাটক	-	-

আপনি ইচ্ছা করলে আরও কিছু মাপকাঠি প্রয়োগ করে নাটককে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারেন। যেমন, প্রচারমাধ্যম বা অভিনয়স্থল অনুসারে আপনি নাটককে তিনটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারেন- বেতার নাটক, টেলিভিশন-নাটক, মঞ্চ-নাটক ইত্যাদি।

নাটকের ইতিহাস

খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকেই গ্রিসে নাট্যচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা জানা যায়। পেরিক্লিসের গ্রিসে এবং পরবর্তীকালে এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে নাট্যচর্চায় ব্যাপক সমৃদ্ধি এসেছিল। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই নাট্যচর্চা আছে। আদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিখ্যাত নাটক ও তাঁর রচয়িতাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেয়া হলো-

নাট্যকার	সময়কাল	দেশ	প্রধান নাটক
ইসকাইলাস	খ্রি.পূ. ৫২৫-খ্রি.পূ.৪৫৬	গ্রিস	প্রমিথিউস বাউন্ড
সফোক্লিস	খ্রি.পূ.৪৯৬-খ্রি.পূ. ৪০৬	গ্রিস	দি কিং ইডিপাস
ইউরিপিদিস	খ্রি.পূ. ৪৮৪-খ্রি.পূ. ৪০৬	গ্রিস	ইলেকট্রা
অ্যারিস্টোফেনিস	খ্রি.পূ. ৪৪৮-খ্রি.পূ. ৩৪৮	গ্রিস	দি ফ্রগস্
সেনেকা	খ্রি.পূ. ৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দ	ইতালি	ফিয়েড্রা
ভবভূতি	খ্রিস্টীয় ২য় শতক	ভারত	স্বপ্ন-বাসবদত্তা
কালিদাস	খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতক	ভারত	অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্
শূদ্রক	খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক	ভারত	মৃচ্ছকটিকম্
শেক্সপীয়র	১৫৬৪-১৬১৬	ইংল্যান্ড	হ্যামলেট, ম্যাকবেথ
মলিয়ের	১৬২২-১৬৭৩	ফ্রান্স	লেবুর্জোয়া
রাসিন	১৬৩৯-১৬৯৯	ফ্রান্স	এ্যান্ড্রোমেকি
গ্যেটে	১৭৪৯-১৮৩২	জার্মানি	ফাউস্ট
ইবসেন	১৮২৮-১৯০৬	নরওয়ে	দি ডলস্ হাউস
স্ট্রীন্ডবার্গ	১৮৪৯-১৯১২	সুইডেন	দি ড্রিম প্লে
অস্কার ওয়াইল্ড	১৮৫৬-১৯০০	ইংল্যান্ড	সালোমি
বার্নার্ড শ'	১৮৫৬-১৯৫০	ইংল্যান্ড	ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান
চেখভ	১৮৬০-১৯০৪	রাশিয়া	দি চেরি অরচার্ড

রবীন্দ্রনাথ	১৮৬১-১৯৩৬	ভারত	রক্তকরবী
ইউজিন ও' নীল	১৮৮৮-১৯৩৫	অ্যামেরিকা	দি এম্পেরার জোনস্
লোরকা	১৮৯৮-১৯৩৬	স্পেন	ব্লাড ওয়েডিং
ব্রেষট্	১৮৯৮-১৯৫৬	জার্মানি	মাদার কারেজ
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	১৯২২-১৯৭১	বাংলাদেশ	তরঙ্গ-ভঙ্গ

বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিত

বাংলা নাটকের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। তবে আধুনিক অর্থে যাকে আমরা নাটক বলি, বাংলা ভাষায় তা প্রথম পাই আজ থেকে দুশো বছর পূর্বে। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতার 'বেঙ্গলি থিয়েটারে' মঞ্চস্থ হয় প্রথম বাংলা নাটক 'কাল্পনিক সংবদল'। রুশদেশীয় যুবক গেরাসিম স্পেপানভিচ্ লেবেদেম ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' বাংলায় রূপান্তর করে মঞ্চস্থ করেন। 'দ্য ডিসগাইজ' এরই রূপান্তরিত বাংলা নাম 'কাল্পনিক সংবদল' নাটকটি বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে লেবেডেফ পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৯৫ সালের পর ধীরে ধীরে বাংলা নাটক বিকশিত হয়।

এখানে একটি কথা আপনি মনে রাখবেন-১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাটরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নানা শাখায় বিপুল পরিমাণ নাট্য-উপাদান বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল। মঙ্গলকাব্য, লোকসঙ্গীত, পালাগান, গাজীর গান, কবিগান, ময়মনসিংহ গীতিক প্রভৃতির মধ্যে বাংলা নাটকের নানা উপাদান পাওয়া যায়। লোকনাটকের অন্যতম উপাদান নৃত্য ও গীতের সাক্ষাৎ আমরা এসব রচনায় পাই। কালক্রমে এসব উপাদান থেকেই আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটে।

১৮৫২ সালে রচিত তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন'-কেই বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে ধরা হয়। এরপর দীর্ঘ দেড় শত বছরে বাংলা নাটক নানাভাবে বিকশিত হয়েছে, রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য বহু নাটক। নিচে একটা ছকের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার, নাটকের নাম ও প্রকাশকাল আমরা উল্লেখ করছি। বলাই বাহুল্য, এ-ছক একটা নমুনা মাত্র। তবে এ-ছক থেকে বাংলা নাটক সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন-

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
তারাচাঁদ শিকদার	ভদ্রার্জ্জুন	১৮৫২
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	কীর্ত্তিবিলাস	১৮৫২
হরচন্দ্র ঘোষ	ভানুমতি চিত্তবিলাস	১৮৫৩
রামনারায়ণ তরর্করত্ন	কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব	১৮৫৪
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	কৃষ্ণকুমারী একেই কি বলে সভ্যতা? বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ	১৮৬১ ১৮৬০ ১৮৬০
দীনবন্ধু মিত্র	নীলদর্পণ সধবার একাদশী	১৮৬০ ১৮৬৬
মনোমোহন বসু	সতী	১৮৭৩
মীর মশাররফ হোসেন	বসন্তকুমারী জমীদার দর্পণ	১৮৭৩ ১৮৭৩
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	জনা	১৮৯৪
অমৃতলাল বসু	প্রফুল্ল	১৯৮৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাজাহান	১৯০৯
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	প্রতাপাদিত্য	১৯০৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিসর্জন ডাকঘর	১৮৯০ ১৯১১

	মুক্তধারা রক্তকরবী	১৯২১ ১৯২৩৬
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	সিরাজউদৌলা	১৯৩৮
বিজন ভট্টাচার্য	নবান্ন	১৯৪৪
তুলসী লাহিড়ী	ছেঁড়াতার	১৯৫১
উৎপল দত্ত	কল্লোল	১৯৬৮
বাদল সরকার	এবং ইন্দ্রজিৎ	১৯৬৫

বাংলাদেশের নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উপরের তালিকা থেকে আপনি বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম জানতে পেরেছেন। এবার আমরা বাংলাদেশের নাটকের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে তুলে ধরছি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলা নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ফলে আমাদের এ অঞ্চলে নাটক তেমন বিকশিত হয়নি। বিভাগ-পরবর্তী সময় থেকেই বাংলাদেশে নাটক রচনায় একটা ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলাদেশে প্রধানত ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছে। সে সময়ের প্রধান নাট্যকার ও তাঁদের নাটকের নাম নিম্নরূপ-

নাট্যকার	নাটকের নাম
আকবরউদ্দিন	সিন্ধুবিজয় (১৯৩০), সুলতানা মাহমুদ (১৯৩০), নাদির শাহ (১৯৫৩)
শাহাদাৎ হোসেন	সরফরাজ খাঁ (১৯২১), আনার কলি(১৯৪৫), মসনদের মোহ (১৯৪৬)
ইব্রাহীম খাঁ	কামালপাশা (১৯২৮), আনোয়ার পাশা (১৯৩২)
ইব্রাহিম খলিল	স্পেন-বিজয়ী মুসা (১৯৪৯)
শওকত ওসমান	তস্কর ও লস্কর (১৯২৮), কাঁকরমণি (১৯৪৯)

১৯৪৭-এর পর থেকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটকের নাম নিচে ছকের উপস্থাপিত হলো-

নাট্যকার	নাটকের নাম	প্রকাশকাল
নুরুল মোমেন	নেমেসিস	১৯৪৮
মুনীর চৌধুরী	রক্তাক্তপ্রান্তর কবর চিঠি	১৯৬২ ১৯৬৬ ১৯৬৬
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্	বহিপীর তরঙ্গ-ভঙ্গ	১৯৬০ ১৯৬৫
সিকন্দার আবু জাফর	সিরাজ-উ-দৌলা মহাকবি আলাউল	১৯৬৫ ১৯৬৬
সাঈদ আহমদ	কালবেলা মাইলপোস্ট তৃষ্ণায় শেষ নবাব	১৯৭৬ ১৯৭৬ ১৯৭৬ ১৯৮৯
জিয়া হায়দার	শুভ্রাসুন্দরী কল্যাণী আনন্দ	১৯৭০
আসকার ইবনে শাইখ	বিদ্রোহী পদ্মা অগ্নিগিরি	১৯৫২ ১৯৫৯
ম মতো াজউদ্দীন আহমদ	স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা বিবাহ ও কি চাহ শঙ্খচিল সাত ঘাটের কানাকড়ি	১৯৭৬ ১৯৮৫ ১৯৯১

সৈয়দ শামসুল হক	পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নুরলদীনের সারা জীবন	১৯৭৬ ১৯৮৩
মামুনুর রশীদ	ওরা কদম আলী ইবলিশ	১৯৭৮ ১৯৮২
আবদুল্লাহ আল মামুন	সেনাপতি কোকিলারা	১৯৮০ ১৯৮৯
সেলিম আল দীন	কিত্তনখোলা প্রাচ্য যোবতী কন্যার মন	১৯৮৬ ১৯৯৬ ১৯৯২
আব্দুল মতিন খান	গিলগামেশ	১৯৮২

নির্বাচিত নাটক ও নাট্যকারের পরিচিতি

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) 'কবর' একটি ছোট নাটক; কিন্তু বিষয়গৌরব ও আঙ্গিকের বিবেচনায় তা বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক অসাধারণ নির্মাণ। নাটকটি পাঠ এবং সে-সম্পর্কে আলোচনায় যাবার আগে আসুন আমরা জেনে নেই নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য।

মুনীর চৌধুরীর জীবনকথা

মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশের নাট্যজগতের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, অভিনেতা, অধ্যাপক, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সর্বোপরি একজন অসামান্য বক্ত হিসেবে বাংলাদেশে মুনীর চৌধুরী বিশেষভাবে পরিচিত। মুনীর চৌধুরী নামে পরিচিতি লাভ করলেও তাঁর প্রকৃত নাম আবু নয়িম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী। তিনি ১৯২৫ সালের ২৭ নভেম্বর তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। মুনীর চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার গোপাইরবাগ গ্রামে। তাঁর পিতা খান বাহাদুর আবদুল হালিম চৌধুরী (১৮৯২-১৯৭০) ছিলেন জেলা প্রশাসক। চৌদ্দ ভাই-বোনের মধ্যে মুনীর চৌধুরীর অবস্থান ছিল দ্বিতীয়।

মুনীর চৌধুরীর স্কুল-জীবন কেটেছে বগুড়া ও পিরোজপুরে। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে তিনি ঢাকা বোর্ডের ম্যাট্রিক পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ম্যাট্রিক পাস করার পর পিতার ইচ্ছায় তিনি আই.এস.সি. পড়তে যান আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আলীগড়ে অধ্যয়নের সময় তিনি বিশ্বসাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক হয়ে ওঠেন; বিশ্বের প্রধান প্রধান লেখকের সঙ্গে তাঁর স্থাপিত হয় তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ কারণেই পরীক্ষার জন্য তিনি তেমন প্রস্তুতি নিতে পারেন নি। দু'পত্র পরীক্ষা না দিয়েই ১৯৪৩ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে আই.এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ওই বছরই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন মুনীর চৌধুরী ঝুঁকে পড়েন বামপন্থী রাজনীতির দিকে; সম্পর্ক স্থাপিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট হন প্রগতিশীল সংস্কৃতি-আন্দোলন 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের' সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে তিনি বি.এ অনার্স এবং এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন যথাক্রমে ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে। উভয় পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

মুনীর চৌধুরীর কর্মজীবন শুরু হয় কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে। ১৯৪৯ সালে তিনি খুলনার ব্রজলাল কলেজে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে তিনি চলে আসেন ঢাকায়, জগন্নাথ কলেজে। ১৯৫০ সালের আগস্ট মাসে ইংরেজির প্রভাষক পদে নিযুক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। একই সময়ে বাণিজ্য বিভাগেও ইংরেজির খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের কারণে ২৬শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। একই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকুরিচ্যুত করে। বন্দি অবস্থায় মুনীর চৌধুরী দু'বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত করেন দিনাজপুর ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। ঢাকায় কারাবাসকালেই তাঁর স্মরণীয় সৃষ্টি 'কবর' নাটকটি রচিত হয়।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ প্রথম পর্ব পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন ১৯৫৩ সালে। পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরের বছর এম.এ চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন।

রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের কারণে মুনীর চৌধুরী একাধিকবার বন্দি হয়েছেন এবং প্রতিবারই আর রাজনীতি করবেন না-এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি লাভ করেছেন। এরই এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ জে.এস টার্নারের আগ্রহে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৫৪ সালের ১৫ নভেম্বর মুনীর চৌধুরী পুনরায় ইংরেজি বিভাগে অস্থায়ী প্রভাষক রূপে যোগ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এর উদ্যোগে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে মুনীর চৌধুরী বাংলা বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষকরূপে নিয়োগলাভ করেন এবং ওই বছরের আগস্ট মাস থেকে সার্বক্ষণিকভাবে বাংলা বিভাগে বদলি হন। ১৯৫৬ সালে তিনি বাংলা বিভাগে স্থায়ী প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। ওই বছরের শেষ দিকে রকফেলার ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে মুনীর চৌধুরী উচ্চ শিক্ষার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং দু'বছরের অধ্যয়ন শেষে ভাষাতত্ত্বে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৫৮ সালে। দেশে ফিরে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি বাংলা বিভাগে রীডার পদে স্থায়িভাবে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ৪ জুন থেকে মুনীর চৌধুরী বাংলা বিভাগের প্রধান রূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়লগ্নে ১৪ই ডিসেম্বর মুনীর চৌধুরীকে তাঁর পিত্রালয় থেকে ধরে নিয়ে যায় আল-বদরের ঘাতক দল। তিনি আর কখনোই ফিরে আসেননি।

নাট্যকার হিসেবেই মুনীর চৌধুরী সমধিক পরিচিত। তবে গবেষক, প্রাবন্ধিক, গল্পকার হিসেবেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। মুনীর চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকা নিচে দেয়া হলো-

ক. নাটক

পূর্ণাঙ্গ নাটক : রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), চিঠি (১৯৬৬)

মৌলিক একাঙ্ক নাটক

মানুষ (১৯৪৭), পলাশী ব্যারাক (১৯৪৮), নষ্ট ছেলে (১৯৫০), কবর (১৯৫৩), একতলা দোতালা (১৯৬৫), দণ্ডকারণ্য (১৯৬৫), একটি মশা (১৯৭০) ইত্যাদি।

অনূদিত পূর্ণাঙ্গ নাটক

কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৫৩; জর্জ বার্ণার্ডশ'র 'ইউ নেভার ক্যান টেল' নাটকের অনুবাদ), রূপার কৌটা (১৯৫৩; জন গলস্ওয়ার্দীর 'দি সিলভার বক্স' নাটকের অনুবাদ), মুখরা রমনী বশীকরণ (১৯৬৯; উইলিয়ম শ্রেক্সপীয়রের 'টেসিং অব দি শ্রু' নাটকের অনুবাদ), জনক (১৯৭০; অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গের 'দি ফাদার' নাটকের অনুবাদ) ইত্যাদি।

অনূদিত একাঙ্ক নাটক

গুর্গন খাঁর হীরা (১৯৬৮; এ্যালান মঙ্কহাউসের 'দি গ্র্যান্ড চ্যামস ডায়মন্ড' নাটকের অনুবাদ), রোমিও জুলিয়েট (শেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট' নাটকের অনুবাদ), মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী লিলি চৌধুরী পরে নাটকটির অনুবাদকর্ম ১৯৮১ সালে সমাপ্ত করেন), ম্যান এন্ড সুপারম্যান (জর্জ বার্ণার্ড শ'র 'ম্যান এন্ড সুপারম্যান' নাটকের অসমাপ্ত অনুবাদ), ইলেকট্রার জন্য শোক (ইউজিন ও নীলের 'মোর্নিং বিকামস্ ইলেকট্রা' নাটকের অসমাপ্ত অনুবাদ) ইত্যাদি

খ. প্রবন্ধ ও গবেষণা

মীর-মানস (১৯৬৫), তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯), বাংলা গদ্যরীতি (১৯৭০)।

এসব গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর অগ্রন্থিত অনেক প্রবন্ধ, ছোটগল্প এবং ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক রচনা অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্পাদিত মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (১-৪ খণ্ড) তে সঙ্কলিত হয়েছে।

মুনীর চৌধুরী তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৬২ সালে তিনি নাটকের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'মীর-মানস' গ্রন্থের জন্য লাভ করেন দাউদ পুরস্কার।

মুনীর চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য কর্মের আরেকটি হচ্ছে বাংলা টাইপ-রাইটারের জন্য উন্নতমানের কীবোর্ড উদ্ভাবন। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে এবং জার্মান সরকারের সহায়তায় ১৯৬৫ সালে তিনি উন্নতমানের বাংলা কীবোর্ড উদ্ভাবন করেন।

নির্বাচিত নাটক 'কবর'

১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয়েছে 'কবর' নাটক। নাটকটি রচনার সময় মুনীর চৌধুরী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। কারাগারেই সহ-রাজবন্দি রণেশ দাশগুপ্ত কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি রচনা করেন আলোচ্য নাটক। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত দশটায় ফণি চক্রবর্তীর পরিচালনায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি প্রকাশ্যে প্রথম অভিনীত হয় ১৯৫৬ সালে কার্জন হলে। 'কবর' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার আজাদী সংখ্যায়। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় ১৯৬৬ সালে। 'কবর' নামের একাঙ্ক-সঙ্কলনটিতে 'মানুষ', নষ্টছেলে' ও 'কবর'- এই তিনটি একাঙ্ক নাটক গ্রথিত হয়।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি অধ্যয়ন করলে আপনি-

- 'কবর' নাটকের মঞ্চসজ্জা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নাটকের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নেতা ও হাফিজ চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

নিচের মূলপাঠটি ভালো করে পড়ুন। মঞ্চসজ্জাটি বোঝার চেষ্টা করুন। মূলপাঠের ডান দিকে প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে। সেগুলো ভালো করে দেখে নিন।

নেতা ঃ গার্ড। গার্ড!

(নীল কোর্তা পাজামা পরা গার্ডের প্রবেশ। পায়ে খয়েরি ক্যাম্বিসের জুতা। পাজামার প্রান্তদেশ মোজার মধ্যে গোঁজা। হাবভাবে প্রভুভক্তির ঝলক; কিন্তু আপাতত একটু হতবুদ্ধি ও ভয়ার্ত ভাব। হাতে নিভন্ত লণ্ঠন। ছুটিয়া প্রবেশ।)

গার্ড ঃ জী হুজুর। (দ্রুত নিঃশ্বাস)

নেতা ঃ কি রকম গার্ড দিচ্ছ? তোমাদের পাহারা দেবার এই নাকি নমুনা? ছিলে কোথায় এতক্ষণ? কতক্ষণ ধরে ডাকছি কোনো সাড়া নেই।

গার্ড ঃ পরথম পরথম ঠাওর করতে পারি নাই হুজুর। এমন ঠাণ্ডা আর আন্ধার হুজুর যে কানের মধ্যে খামুখাই কেবল ঝাঁ ঝাঁ করে।

নেতা ঃ তোমার পোস্টিং কোথায় ছিল?

গার্ড ঃ ঐ পশ্চিম কোণে। ঐ কিনারে শেষ লাল বান্ধানো কবরের পাড়।

নেতা ঃ ওখান থেকে এখানে আসতেই একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছ? বাহাদুর গার্ড দেখছি। বাতি নিভিয়ে রেখেছ কেন?

গার্ড ঃ (চমকাইয়া হাতের লণ্ঠন দেখে) ওহ্! এ্যা, পইড়া গ্যাছলাম। তাড়াতাড়ি কইরা আইতে গিয়া পইড়া গ্যাছলাম গর্তের মধ্যে।

নেতা ঃ গর্তে?

গার্ড ঃ কবর। পুরান কবর হইবে। একদম ঠোসা আছিল। না বুইঝা পা দিতেই একদম ভস্ কইরা ভিতরে ঢুইকা গেছি।

নেতা ঃ Idiot! চোখ মেলে পথ চলো না? খেলার মাঠ পেয়েছ নাকি? এটা গোরস্থান। সাবধানে পা ফেলতে পার না? যাও। ডিউটিতে যাও।

(অন্যদিক হইতে নিঃশব্দে প্যান্ট-কোট-মাফলার চাদর জড়ানো কিম্ভূতকিমাকার এক ব্যক্তির প্রবেশ। নেতা তাহাকে লক্ষ করে নাই।)

গার্ড ঃ জী হুজুর। (স্যালুট)

নেতা ঃ যাওয়ার পথে আবার আরেকটার মধ্যে পোড়ো না। কাতার দেখে আল দিয়ে চলবে। যাও। কোনো কাজ নেই। এমনি ডেকেছিলাম। বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ো।

গার্ড ঃ জী হুজুর। (স্যালুট ও) প্রস্থান।

ব্যক্তি ঃ (নেতার পেছন হইতে) তখনই বলেছিলাম স্যার এসব আজেবাজে লোক?

নেতা ঃ (চমকাইয়া) কে? তুমি কে?

ব্যক্তি ঃ আমি স্যার, ইন্সপেক্টর হাফিজ।

নেতা ঃ ওহ! আপনি এমন করে নাকে-মুখে কাপড় জড়িয়েছেন যে, অন্ধকারে চম্‌কে ওঠেছিলাম। ভবিষ্যতে ওরকম আর করবেন না। না, ভয় পাইনি। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারে নি। তবু ডাক্তার বলেছে। আমার নাকি হার্ট উইক। সাবধানে থাকতে বলেছে। কী বলছিলেন বলুন-

(বসিয়া গ্লাসটা হাতে লইবে এবং অন্যমনস্কভাবে পোর্ট ফোলিও ব্যাগটার মুখ খুলিবে। ইন্সপেক্টর হাফিজ খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু নজর পুরাপুরি নেতার হাতে দিকে।)

হাফিজ ঃ এই বলছিলাম, এ সব হাবা-গোবা লোক সঙ্গে না আনলেই পারতেন। কাজ বানাবার চেয়ে পন্ড করাতেই বেটারা বেশি পটু।

নেতা ঃ তা হোক। ওরা আমার বিশ্বাসী লোক। আপনার সারা অফিস চড়লেও অমন লোক জুটতো না।

হাফিজ ঃ এটা স্যার ঠিকই বলেছেন। সব একেবারে হারামির বাচ্চা। বেতনটাকে পাওনা দাবি হিসেবে আদায় করতে চায়, নিমক বলে মানে না। এজন্যইতো আজকাল কোনো অফিসেই ফেইথ-ডিসিপ্লিন এগুলো খুঁজে পাবেন না স্যার।

নেতা ঃ ঃ হুম্ (ব্যাগটা আবার দেখেন। চারদিকে কি যেন খুঁজিতেছেন।)

হাফিজ ঃ তবু কিছু কাজ আছে স্যার, যা বিবির সামনেও বেপর্দা করতে নেই। তাছাড়া শহরে কারফিউ লাগানো থাকতে এখানে গার্ডের কোনো দরকার ছিল না। কটাই বা লাশ আর। গোর-খুঁড়েগুলোকে নিয়ে আমি একলাই সব সাফসুফ করে রাখতাম। তার ওপর শীতের মধ্যে আপনি কষ্ট করে .....

নেতা ঃ কিছু কাজ আছে যা অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তা সে যতই পটু হোক না কেন। (দাঁড়াইয়া খুঁজিতে থাকে।)

হাফিজ ঃ কিছু খুঁজছেন স্যার ?

নেতা ঃ হ্যাঁ। একটা বোতল, এ গ্লাসটার পাশেই ছিল। ভুত-জিনে আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করিলেও, তারা কেউ এসে একেবারে বোতল সমেত আমার হুইস্কি শেষ করে যাবে-মনে হয় না। একটু আশেপাশে খুঁজে দেখুন তো, আমিই ভুলে কোথাও ফেলে গেছি নাকি।

হাফিজ ঃ ব্যাগের ভিতর পুরে রাখেন নি তো?

নেতা ঃ না। ওগুলো ভরা বোতল। একটা কিছু খালি হয়েছিল।

হাফিজ ঃ ওহ্! তাইতো! এ-তো বড় সাংঘাতিক কথা। না না। ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার। বোতল কি রকম স্যার?

নেতা ঃ না খেয়ে থাকলে বোঝানো যাবে না।

হাফিজ ঃ না স্যার, মানে স্যার আমি, বোতলটার শেপ্-গড়নের কথা বলছিলাম।

নেতা ঃ ওহ্ খুঁজে দেখুন। আমি নতুন একটা খুলছি, আপনি ওটার খোঁজ করুন।

হাফিজ ঃ (দর্শকদের দিকে পিছন দিয়া, মেঝের অন্য কোণে উপুড় হইয়া কি খোঁজে। তারপর মাটিতে একবার হাত ঠেকাইয়াই চিৎকার করিয়া উঠে।) পেয়েছি! পেয়েছি! স্যার! এই যে! এইটে না স্যার? (একটি খালি মদের বোতল তুলিয়া দেখায়।)

নেতা ঃ অত জোরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবেন না। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো দিন ভয় পাই নি, এটা ঠিক। তাহলেও এটা গোরস্থান। খেলার মাঠ নয়। হঠাৎ চেঁচালে বুকে লাগে, আপনাকেও বলেছি একবার, দেখি। হ্যাঁ। বোতল এটাই।

হাফিজ ঃ কিন্তু মানে, একদম খালি যে স্যার!

নেতা ঃ তাতে ক্ষতি নেই। যে খেয়েছে সে যে বোতলশুদ্ধো সাবাড় করতে সক্ষম নয়, বর্তমানে সেটাই আমাদের জন্য এরকম জায়গায় সুখের কথা। অন্তত ভয়ের কথা নয়।।

হাফিজ ঃ ভয়? কি যে বলেন স্যার। মানে আমি ভেবেছিলাম হয়তো এমনিতেই কারো পায়ের ধাক্কা লেগেই ছিটকে পড়ে গিয়ে থাকবে। সব হয়তো মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বরবাদ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ঐ গার্ড ব্যাটার কান্ড। কবরের গর্ত থেকে উঠে এসে সোজা আপনার বোতলের ওপরেই হয়তো আবার হোঁচট খেয়েছে। অমন দামী জিনিসটা নষ্ট করে দিল স্যার!

নেতা ঃ আপনাকে প্রথম ভেবেছিলাম নেহায়েৎ সরকারি কর্মচারী। এতদরদি লোক বুঝিনি।

হাফিজ ঃ সব মাটিতেই পড়েছে স্যার। হাত দিয়ে দেখলাম। জায়গাটা ভিজে একেবারে কাদা কাদা হয়ে গেছে।

নেতা ঃ আপনার এ চাকরি নেয়া সার্থক হয়েছে। এবার একটু বসে আরাম করুন। ভয়ংকর ঠাণ্ডা আপনার পা সুদ্ধা কাঁপছে।

হাফিজ ঃ অ্যা! পা? টলছে- মানে, কাঁপছে? ওহ! হ্যা, তাইতো, ইস্ কী বেজায় শীত। একটু বসি তাহলে স্যার, এ্যা?

(নেতা তখন হোৎকা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ হইতে নতুন বোতল খুলিয়া ক্রমাগত ঢালিতেছেন।)

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

ভারিক্কী – অভিজাত, কেতাদুরস্ত, । **হৃষ্টপুষ্ট** – মোটাসোটা, নাদুস-নুদুস, **পরথম** – প্রথম শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ। **খামুখা** – শুধু শুধু, অনাবশ্যকভাবে, বাহাদুর – সাহসী। **কাতার** – সারি, লাইন। **ফেইথ ডিসিপ্লিন** – বিশ্বাস ও শৃঙ্খলা। **গোর** – কবর। **শেপ্** – আকৃতি। **সাবাড়** – শেষ করা। **গোরস্থান** – কবরস্থান। **বরবাদ** – নষ্ট হয়ে যাওয়া। **গার্ড** – পাহারাদার, দারোয়ান। **নেহায়েৎ** – কেবল, মাত্র। **দরদী** – সহানুভূতিশীল।

বস্তুসংক্ষেপ

আলোচ্য পাঠের প্রথমেই নাটকের দৃশ্যসজ্জা বর্ণনা করা হয়েছে। নাটকটিতে আলো-আঁধারীর যে রহস্যময় পরিবেশ নির্মাণ করা হবে, তার জন্য এমন দৃশ্যসজ্জার জরুরি প্রয়োজন ছিল। নেতা ও হাফিজের কথোপকথনে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের কথা জানা যায়। এরা দুজন কবরস্থানে শহীদদের লাশ রাতের আঁধারে সমাহিত করার জন এসেছে। নেতা ভীতু প্রকৃতির মানুষ। তাই কবরস্থানের অশরীরী ভৌতিক রহস্যময় পরিবেশে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়েন। মদ পান করে তিনি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। নেতার এই অস্বাভাবিক মনোভঙ্গি এবং অধিক পরিমাণে মদ্যপান পরোক্ষভাবে তার অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব ও তার অপরাধবোধকেই প্রকাশ করে দিচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভালো করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. 'কবর' নাটকের দৃশ্যসজ্জা বর্ণনা করুন।
২. আলোচ্য পাঠে নেতার কোনো্ চরিত্র বৈশিষ্ট্য আপনার ভালো লেগেছে?
৩. হাফিজের চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।
৪. নেতা প্রচুর পরিমাণে মদ পান করছিলেন কেন?

উত্তর

প্রশ্ন ৪ : নেতা প্রচুর পরিমাণে মদ পান করছিলেন কেন?

উত্তর : মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে অনেকে শহীদ হন। জনতার ক্ষোভ যাতে বৃদ্ধি না পায়, তাই নেতা রাতের আঁধারে মৃতদেহগুলো কবরস্থ করার জন্য গোরস্থানে এসেছেন। যেহেতু তিনি অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করেছেন, তাই ভিতরে ভিতরে একটা ভীতি কাজ করছিল। তাছাড়া রাতে কবরস্থানের নিস্তব্ধতাও তার মনে ভয় জাগ্রত করে। ফলে নেতা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারছিলেন না। তাই কৃত্রিম স্বাভাবিকতা আনয়নের জন্য নেতা প্রচুর পরিমাণে মদ পান করছিলেন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি অধ্যয়ন করলে আপনি-

- হাফিজের সুবিধাবাদী চরিত্রবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নেতার চারিত্রিক দুর্বলতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- মুর্দা ফকিরের চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কবর খননের কাজে বিলম্বের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নিচের মূলপাঠটি ভালো করে পড়ুন। মঞ্চসজ্জাটি বোঝার চেষ্টা করুন। মূলপাঠের ডান দিকে প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে। সেগুলো ভালো করে দেখে নিন।

নেতা ঃ ওদিককার কাজ কতদূর এগুলো? আর কতক্ষণ দেরি হবে?

হাফিজ ঃ প্রায় হয়ে এল বলে। এতক্ষণে সব চুকে দু'একটা বেজে যেত। গোলমালে কাজে বাধা না পড়লে- কখন সব শেষ করে ফেলতাম।

নেতা ঃ গোলমাল? এখানেও গোলমাল গোরস্থানের মুর্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি?

হাফিজ ঃ কী যে বলেন স্যার। ঐ গোর-খুঁড়েগুলো দু'-একটা আপত্তি তুলেছিল, সেটা মেটাতে একটু দেরি হয়ে গেল।

নেতা ঃ আপত্তি? টাকা-পয়সা নিয়ে আপনি কোনো গোলমাল করেননিতো? আপনাকেও বলেছি যে, টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়েও বেশি ছড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি যোগাড় করে দেব। টাকা ঢালতে আপনার কষ্ট হয় কেন? কমতি পড়লে আপনি আমার কাছে চেয়ে নিতেন।

হাফিজ ঃ সে কি স্যার আমি বুঝিনি? সরকারের কাজে সরকারি টাকা খরচ করতে আমি পেছ-পা হব কেন? তবে ঐ ছোট লোকগুলোর আবার অদ্ভুত সব ধর্মীয় কুসংস্কার রয়েছে কিনা তাতেই যত ফ্যাকড়া বাধে। মুজুরিতো ষোল আনা আদায় করবেই, তার ওপর ধর্মের নাম করে সাত রকম ফষ্টিনষ্টি। কুসংস্কারই দেশটাকে খেল স্যার!

নেতা ঃ আপনার বক্তৃতা আমাকে শোনাবেন না। আসলে কী ঘটেছে তাই বলুন।

হাফিজ ঃ হাসপাতাল থেকে লাশগুলো তাড়াহুড়ো করে টেনে হেঁচড়ে গাড়িতে তুলতে হয়েছে। তার ওপর এতখানি পথ ট্রাকে আনা, ঝাঁকুনি কিছু কম খায়নি। আর ডাক্তারগুলোও যেমন পশু মড়াগুলোকে কেটে কুটে একেবারে নাশ করে রেখেছিল।

নেতা ঃ এসব কাজে নার্ভাস হলে এত বড় প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে পারতাম না। তবু আপনাকে বলেছি আমার হার্ট একটু উইক। বেশি স্ট্রেইন সহ্য হয় না। বাজে কথা না ঘেঁটে আসল কথাটা বলুন।

হাফিজ ঃ যা হবার তাই হয়েছে। টানা-হেঁচড়ায় আর ট্রাকের ঝাঁকুনিতে গাড়ির মধ্যেই লাশগুলো একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। কাটা টুকরাগুলো এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় এখন আর বোঝবার উপায় নেই, কোনোটার সঙ্গে কোনোটা যাবে।

নেতা ঃ তাতে কী হয়েছে? (নতুন বোতল খুলিবে)

হাফিজ ঃ আরেকটা খাচ্ছেন স্যার? মানে, তাই দেখে আমি গোর-খুঁড়েগুলোকে বললাম আলাদা আলাদা করে অতগুলো কবর বানিয়ে কী দরকার। একটা বড় মতোন গর্ত করে সবগুলো তার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই হয়।

নেতা ঃ Resourceful officer! আপনার নামটা মনে রাখতে হবে। সকাল বেলায়ই একবার পার্টি হাউসে আসবেন, রিকমেন্ডেশন লিখে দেব।

হাফিজ ঃ মেহেরবানি স্যার। পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি-অফিসাররাই কেবল কিছু পেলাম না। ব্রিটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি। পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে আমাদের এখনও সেই দশা! যদি আপনারাও আমাদের দিকে ফিরে না তাকান আমরা বাঁচব কী করে? আমাদের তো কোনো রাজনীতি নেই স্যার! সরকারই মা-বাপ! যখন যে দল হুকুমমতো চালায় তার হুকুমই তামিল করি।

নেতা ঃ এর মধ্যে গোলমালটা কিসের? আপত্তি উঠলো কোথায়?

হাফিজ ঃ এ্যা? ওহ্। ইয়ে- মানে, ঐ গোর খুঁড়ে। বজ্জাত ব্যাটারা বলে কিনা 'কভি নেহি।' বলে কিনা মুসলমানের মুর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই? জানাজা নেই- তার ওপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না? এ হতে পারে না, 'কভি নেহি।' গো ধরে বসে রইল। কত বোঝালাম।

নেতা ঃ আহাম্মকি করেছেন। সরকারি কাজ করেন কিনা! পাবলিক সেন্টিমেন্ট বোঝেন না। বোঝাতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে ওদের খুশিমতো কাজ করতে দিলে আপনার ইজ্জত ডুবত? কাজ আদায় করা নিয়ে আপনার কারবার। সমাজ সংস্কারের বক্তৃতা দেবার জন্য আপনাকে সরকার বেতন দেয় না। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আকাশ ফরসা হয়ে যাবে- আযান পড়বে- কারফিউ শেষ হবে। লাশগুলো নিয়ে আপনি এখনও মিটিং করছেন?

হাফিজ ঃ আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলাম।

নেতা ঃ তাহলে এতক্ষণ দেরি হচ্ছে কেন?

হাফিজ ঃ ঐ তখনই তো স্যার আরেকটা নতুন ফ্যাঁকড়া বাধল। কোথ্থেকে ছুটে এসে ঐ মুর্দা ফকির চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল।

নেতা ঃ কে? আপনাকে এতবার করে বলেছি, দম্কা দম্কা একেকটা উদ্ভট কথা আমাকে বলবেন না। ধড়াক করে বুকে লাগে! যা বলবার তা নাটক করে টিপে টিপে না বলে খোলাখুলি প্রথমেই সবটা বলে ফেলতে পারেন না। (বুকে হাত বুলাইয়া) এই মুর্দা ফকিরটি কে আবার? কবর ফুঁড়ে বেরিয়েছে নাকি? কারফিউর মধ্যে এখানে ঢুকল কি করে? গার্ডগুলো কি করছিল?

হাফিজ ঃ এখানেই থাকে স্যার। গোরস্থানের বাইরে কখনও যায় না। বলেই তো ওই নাম। দিনরাত এখানেই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে কবরের সঙ্গে আলাপ করে। পাগল! বদ্ধ পাগল!

নেতা ঃ হুম!

হাফিজ ঃ লোকটা এমনিতেই ভালো লেখাপড়া জানে। ভালো আলেম, গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করত। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলে-মেয়ে-মা-বৌকে মরতে দেখেছে। কিন্তু কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলো পচেছে। শকুনে খুবলে দিয়েছে। রাতের বেলা শেয়াল এসে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে পাগল। গোরস্থান থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে; মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি। বড় ট্রাজিক স্যার!

নেতা ঃ অনেক খবর রাখেন দেখছি।

হাফিজ ঃ চাকরি। চাকরি স্যার। চারদিকের হরেক রকমের খোঁজ আমাদের রাখতে হয় স্যার।

নেতা ঃ বেশি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নিজের বুদ্ধিটাই কোথায় যেন খুইয়ে এসেছেন? মেহেরবানি করে তাড়াতাড়ি বলবেন কি, গোলমালটা কিসের? লাশগুলো মাটি চাপা দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন? ঠাণ্ডায় আপনার মগজ

জমে গেছে। কেবল এলোমেলো বকছেন। নিন। (বোতলটা আগাইয়া দিয়া) এক চুমুক টেনে নিন। শরীর গরম হবে। বুকে সাহস পাবেন। কথা গুছিয়ে বলতে পারবেন। নিন।

হাফিজ ঃ আপনার সামনে স্যার? তার ওপর এখন স্যার অন ডিউটি-

নেতা ঃ তাকানোর সময় নেই। লাশগুলো মাটি চাপা দিয়ে কারফিউ শেষ হবার আগে আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ঢিলেমির এটা সময় নয়। ধরুন। এক চুমুক টেনে চট্‌পট্ কাজটা শেষ করে ফেলুন।

হাফিজ ঃ বোতলে মুখ লাগিয়ে খাব স্যার?

নেতা ঃ কেন, চুসনি লাগিয়ে দিতে হবে নাকি?

(হাফিজ বোতলটা মুখে লাগাইয়া চোঁ-চোঁ করিয়া টানে টানে একদম খালি করিয়া ফেলিল। ঢক করিয়া বোতলটা মাটিতে রাখিয়া চোখ বড় করিয়া এক মুহূর্ত থম্ ধরিয়া থাকে। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া...)

হাফিজ ঃ এই মালটা স্যার আরও ভালো। একেবারে কলজেয় গিয়ে ঘা মারে।

নেতা ঃ মুর্দা ফকির লাশগুলো দেখেছে?

হাফিজ ঃ এ্যা! ওহ্, হ্যাঁ মানে না। বোধ হয় দেখেনি। ও ব্যাটার চলাফেরা কিছু ঠাওর করা যায় না। কোত্থেকে হঠাৎ হূস্ করে একেবারে সামনে এসে পড়ে। বোধ হয় আড়াল থেকে গোর-খুঁড়েদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুনে থাকবে। আচমকা পেছন থেকে লাফিয়ে পড়লো। ঠিক আমাদের মাঝখানে। তারপর কী তুখোড় বক্তৃতা। আমি ত গোর-খুঁড়েদের কথা মেনেই নিয়েছিলাম। এ-ব্যাটাই না কোত্থেকে ঘুরে এসে ওদের বুঝাতে শুরু করলো; কিছুতেই না, একটা কবরেই কাজ সারতে হবে। যে হারে মানুষ মরছে তাতে নাকি শেষটায় ওর কবরের বাজারে ঘাটতি পড়ে যেতে পারে। দেখুনতো কী সব বিদঘুটে কথা!

নেতা ঃ ওকে শুদ্ধ পুঁতে ফেললেন না কেন?

হাফিজ ঃ কী যে বলেন স্যার। মন ভুলিয়ে কাজ আদায় হলে জানে মেরে ফয়দা কী? পাগলা আদমি, একটু তাল দিয়ে কথা বলতেই শুড় শুড় করে আমার সঙ্গে চলে এল। ওকে ওই দিকে পার করে দিয়ে আমি পাহারা দিচ্ছিলাম যেন আবার হামলা না করে। আর এই শালারাও সেই কখন থেকে শাবল চালাচ্ছে, এখনও নাকি খোঁড়াই শেষ হলো না। (ঘড়ি দেখিয়া) এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রায় হয়ে এসেছে।

নেতা ঃ (গ্লাসে চুমুক দিয়া) না। কাজটা ঠিক হয়নি। এসব ফকির দরবেশ বড় ধড়িবাজ লোক হয়। কোত্থেকে কী উৎপাত সৃষ্টি করবে কে জানে।

হাফিজ ঃ লাশ ও ব্যাটা দেখেনি। দেখলেও কিছু বুঝতে পারতো না। রক্ত মাংসের স্তূপ দেখে ও কী বুঝবে? এ রকম লাশতো ট্রেনে চাপা মড়ারও হতে পারে।

নেতা ঃ গুলী চলছে দুপুর বেলা। খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়ছে সঙ্গে সঙ্গে এফোঁর-ওফোঁর। ফকির হোক পাগল হোক- শহরে থেকেও এ খবর ওর কানে পৌঁছেনি। তা ভাবতে আমি রাজি নই। এসব খবর ঝড়ো হাওয়ার মুখে আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ে।

হাফিজ ঃ মুর্দা-ফকির ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না। ওতো এক রকম কবরের বাসিন্দা। ভাষার দাবিতে মিছিল বেরিয়েছিল বলে পুলিশ গুলি করে কয়েকটাকে খতম করে দিয়েছে- এত কথা বোঝবার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি ওর নেই। লাশ দেখলেই ও মুখের মধ্যে ভাত গুঁজে দিতে চায়- কারণ, ওর ধারনা, মানুষ শুধু এক রকমেই মরতে পারে ! খেতে না পেয়ে। পাগল, বদ্ধ পাগল।

নেতা ঃ কিন্তু লাশগুলোকে কোথায় কবর দেয়া হচ্ছে তা তো ও দেখেছে। সকালবেলা যদি কাউকে আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়? লাশ নিয়ে মিছিল করতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে সকাল বেলা যদি ছাত্ররা এখানেও খোঁজ করতে আসে?

হাফিজ ঃ আপনারা লিডার। অনেক দূর ভাবেন। আমরা পেটি অফিসার, হুক্যু তামিল করেই খালাস। কী করতে হবে?

(স্তব্ধতা)

নেতা ঃ ওটাকে সুদ্ধ পুঁতে দাও।

হাফিজ ঃ এ্যা? কী বলছেন স্যার? আপনি এক্সাইটেড হয়ে গেছেন স্যার। আর খাবেন না এখন।

নেতা ঃ আমার মাত্রা আমি জানি। পুঁতে ফেল। দশ পনেরো-বিশ-পঁচিশ হাত যত নিচে পার। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে মাটি দিয়ে, ভরাট করে গেথে ফেল। কোনোদিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান করতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।

হাফিজ ঃ আপনি বড় এক্সাইটেড স্যার। এ-সব কাজ বড় সূক্ষ্ম স্যার। এক্সাইটমেন্ট সব পণ্ড করে দিতে পারে। আমাদের ট্রেনিংই এ জন্য অন্য রকম। কোনো সময়ই আমাদের উত্তেজিত হতে নেই। ভান করতে পারি কিন্তু আসলে উত্তেজিত নই।

নেতা ঃ পুঁতে ফেল।

হাফিজ ঃ ভুল খুব ভুল হবে। যাই করতে হয় স্যার খুব কুল্‌লী করতে হবে। এসব আমাদের রীতিমত প্রাকটিস করে আয়ত্ত করতে হয়েছে। এতে কাজ হয়। আমি একবার ঐ দিকটা দেখে আসি। এত দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

নেতা ঃ যান তাড়াতাড়ি যান। আপনার কথা শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেছে। নেশাঁা পর্যন্ত জমতে পারছে না। আর বেশিক্ষণ আপনাকে দেখলে, আপনাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলতে ইচ্ছে হবে।

হাফিজ ঃ এ্যা। ওহ্- হে হে হে। আপনার কথা শুনলে হাসি পায় ঠিক- কিন্তু, মানে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠে স্যার। বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছে। উঠতে গিয়ে মনে হলো যেন পড়ে যাব। বড্ডো ভয় পেয়ে গেছি স্যার। আরেকটু দেবেন স্যার? খেলে একটু মনে সাহস আসবে। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে কাজ করতে পারব। এই নতুন বোতলটা কেমন স্যার।

নেতা ঃ (চোখ তুলিয়া) আপনার মাত্রা আমার জানা নেই। এই দফায় একটু কমিয়ে দিলাম। (গ্লাসে কিছুটা ঢালিয়া বোতলটা তুলিয়া দিলেন।)

(নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মুর্দা ফকির। কেহ তাহাকে দেখে নাই। সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকা। রুক্ষ ময়লা চুল। তীক্ষ্ণ কোটরাগত চক্ষু জ্বলিতেছে। হাফিজ ও নেতা বোতল ও গ্লাস চুমুকে চুমুকে শেষ করিয়াছে।)

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

মুর্দা - মৃত। **ফ্যাঁকড়া** – ঝামেলা। **বিপত্তি, স্ট্রেইন** – চাপ। **রিকমেন্ডেশন** – সুপারিশ। **মেহেরবানি** – অনুগ্রহ করা, দয়া করা। **হুকুম** – নির্দেশ। **আহাম্মকী** – বোকামি। **কারফিউ** – সান্ধ্য আইন, যে আইন জারি করলে রাস্তায় বের হওয়া নিষেধ। **তাকাল্লুক** (শুদ্ধ-তাকাল্লুফ) – রং তামাশা করা। **খালাস** – মুক্ত। **একসাইটেড** – উত্তেজিত। **কুল্‌লী** – ধীরে-সুস্থে। **ঠাণ্ডা মাথায়, প্রাকটিস** – অভ্যাস, নিয়মিত শিক্ষা-গ্রহণ। **আপনাকে শুদ্ধো** – আপনাকে সহ।

বস্তুসংক্ষেপ

কবর খুঁড়তে দেরি হচ্ছে দেখে নেতা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি হাফিজের কাছে বিলম্বের কারণ জানতে চান। হাফিজ জানালো যে কবরখননকারীদের মধ্যে কেউ কেউ এভাবে মৃতদেহ কবরস্থ করতে আপত্তি করেছে। তাদের কথা হলো জানাজাহীন, কাফনহীন লাশ তারা কবরস্থ করতে পারবে না। তারপরেও গুলি, পোস্টমর্টেমের কারণে কাটা ছেঁড়া করা ইত্যাদি কারণে লাশগুলো ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় নতুন বিপত্তি দেখা দেয় মুর্দা ফকিরের উপস্থিতির কারণে। মুর্দা ফকির কবরেই থাকে। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে নিজের চোখের সামনে মা, বৌ ও ছেলে-মেয়ের মৃত্যু দেখেছ, অথচ তাদের কবর দিতে পারেনি। তাই যাতে তার কবর হয়, সেজন্য সে সব সময় গোরস্থানেই থাকে। ছাত্র-জনতার লাশ দেখে মুর্দা

ফকিরের সন্দেহ হয় যে, এগুলো স্বাভাবিক মৃত্যুর লাশ নয়। তাই সে ওই লাশগুলো কবরস্থ করতে বাধা দেয়। একথা শুনে নেতা আবার চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং হাফিজের সঙ্গে মদ পান করতে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

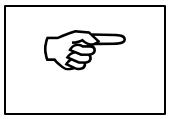

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভালো করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আলোচ্য পাঠটি অবলম্বনে নেতার চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২. মূলপাঠ অনুসরণে হাফিজের চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।

৩. মুর্দা ফকির কে? তার এরূপ নাম হলো কেন?

৪. মুর্দা ফকিরের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

৫. বর্তমান পাঠ অনুসরণে মুনীর চৌধুরীর কৌতুকবোধের পরিচয় দিন।

উত্তর

প্রশ্ন ৩: মুর্দা ফকির কে? তার এরূপ নাম হলো কেন?

উত্তর : মুর্দা ফকির একজন ফকির। তিনি গোরস্থানে বাস করেন। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে তার ছেলে-মেয়ে, মা ও বৌ মারা যায়। সবাই চোখের সামনে মারা গেলেও কাউকেই তিনি কবর দিতে পারেননি। শেয়াল-শকুনে খুবলে খুবলে খেয়েছে লাশগুলো। সেই থেকে ফকির গোরস্থান থেকে কিছুতেই দূরে যায় না। তার ধারণা মরার সময় ঘনিয়ে এলে তিনি কবরে প্রবেশ করবেন, সেখানে মারা গেলে আর কবরের মাটি পেতে অসুবিধা হবে না। হাফিজের সংলাপে মুর্দা ফকিরের এই স্বভাব এভাবে ধরা পড়েছে-

হাফিজ : গোরস্থান থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে : মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি।

যেহেতু জীবিত থেকেও ফকির অনেকটা মৃত্যুর মুখোমুখি, কিংবা অর্ধেক কবরে'- তাই তার নাম মুর্দা ফকির।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি অধ্যয়ন করলে আপনি-

- হাফিজ এবং নেতার চরিত্রের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- মুর্দা ফকিরের প্রতিবাদী চেতনা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।
- নেতা ও হাফিজ কথা বলার সময় বার বার ভয় পাচ্ছিলেন কেন, তা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

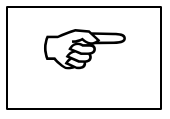

নিচের মূলপাঠটি ভালো করে পড়ুন। মঞ্চসজ্জাটি বোঝার চেষ্টা করুন। মূলপাঠের ডান দিকে প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে। সেগুলো ভালো করে দেখে নিন।

ফকির ঃ (হাফিজের কাঁধে হাত দিয়া) ঝুঁটা! (হাফিজ ও নেতা সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠে। নেতা দুর্বল হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরে।)

নেতা ঃ কে?

হাফিজ ঃ এ্যা! ওহ্ আপনি? হঠাৎ অন্ধকারে চিনতে পারিনি হুজুর।

ফকির ঃ ঝুটা মিথ্যেবাদী! আমাকে চিনতে পারো না। এ গোরস্থানে এমন কেউ নেই। জিন্দা-মুর্দা কেউ না। জিন্দা আর মুর্দায় পার্থক্য বোঝ? দেখলে চিনতে পারবে।

হাফিজ ঃ সে হুজুর আপনার দোয়ায়।

ফকির ঃ ঝুঁটা! তুমি কোনো পার্থক্য বোঝো না, কিছু চেন না। তুমি বাচার না-লায়েক। তোমার মতো জিন্দা আদমিকে কেউ দোয়া করে না। পাগলেও না। তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। আমি ওদের ভালো করে দিয়েছি, ওরা মুর্দা নয়। মরেনি। মরবে না। ওরা কখনো কবরে যাবে না। কবরের নিচে ওরা কেউ থাকবে না। উঠে চলে আসবে।

হাফিজ ঃ আপনি তো এইদিকে ছিলেন। ওদিকে গেলেন কখন?

ফকির ঃ বাবা। তোমরা শহরের অগি-গলি যেমন চেন, এ গোরস্থান আমার তেমনি চেনা। এখানে কবরের নিচ দিয়ে সুড়ং আছে। আমি তৈরি করেছি। নইলে তোমাদের সঙ্গে পারব কেন?

হাফিজ ঃ হো হো হো। আপনি বড় মজার কথা বলেছেন হুজুর।

ফকির ঃ এই তো ঠিক বুঝতে পেরেছ বাবা। তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে। ভেবেছিলে পাসপোর্ট না করিয়েই ওপার চালান করে দেবে। পরীক্ষা না করে কি আর আমি এমনি যেতে দি!

হাফিজ ঃ সালাম হুজুর! আপনি বুঝি এখানকার পাসপোর্ট অফিসার? মাফ করে দিন হুজুর, এতক্ষণ চিনতে পারিনি।

ফকির ঃ সাবাস বেটা। তোমর নজর খুলছে।

হাফিজ ঃ তা হুজুর এখন অনুমতি দিন, ওদের পার করে দি।

ফকির ঃ না। আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই আছে। তাই না চুপে চুপে সুড়ং দিয়ে ঢুকে এক্কেবারে তোমাদের ঢাকা মোটর গাড়ির ভেতর গিয়ে উঠলাম।

নেতা ঃ ইন্সপেক্টর!

ফকির ঃ প্রথমে দেখে মনে হলো ঠিকই আছে। উল্টেপাল্টে দেখি কোনোটার বুকের কাছে এক খাবলা গোশত নেই কোনোটার ফাটা খুলি দিয়ে কী সব গড়িয়ে পড়ছে, ভাবলাম ঠিকই আছে। কবরের কাবেল কিছু নয়, শেয়াল-শকুনে খামচে কামড়ে একটু খারাপ করে গেছে। তারপর হঠাৎ খেয়াল করে দেখি- না তো ঠিক তো নেই। উহুম।

হাফিজ ঃ সে কী হুজুর। ঠিক। সব তো ঠিকই আছে।

ফকির ঃ চোপরও। ঠিক নেই। গন্ধ ঠিক নেই। তোমরা চোরাকারবারি। আমি শুঁকে দেখেছি, গন্ধ ঠিক নেই।

হাফিজ ঃ গন্ধ?

ফকির ঃ বাসি মড়ার গন্ধ আমি চিনি না? এ লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষুধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই মাটি চাপা দাও না কেন এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।

হাফিজ ঃ ওহ্! তাহলে বলুন, কবর দেয়া হয়ে গেছে। থাক। গন্ধ থাকুক। মাটির নিচ থেকে নাকে লাগবে না।

ফকির ঃ ওরা জোর করে কবর দিয়ে দিল। আমায়ও বলল না। আমিও তোমাদের কথা মানবো না।। ও মুর্দা কবরের নয়। আমিও ওদের ডেকে তুলে নিয়ে চললাম।

হাফিজ ঃ খোদা হাফেজ।

(ফকির কিছুদূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। টানিয়া টানিয়া চারিদিক হইতে কী শুঁকিতে চেষ্টা করে। নিজের শরীরও শুঁকে দেখে।)

ফকির ঃ নাহ, আমার গায়ের গন্ধ নয়। দেখি- (আগাইয়া আসিয়া একবার হাফিজের গা শুঁকিবে। তারপর ঝুঁকিয়া হাফিজের মুখের ঘ্রাণ নিয়াই জ্বলজ্বলে চোখ বিস্ফোরিত করিয়া দেয়। ছুটিয়া নেতার মুখের ঘ্রাণ নেয়। মুখ-চোখ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া) উহ! তাই বলো! এইবার পেয়েছি। ব্যাটারা কী ভুলই না করেছে।

নেতা ঃ ইন্সপেক্টর, লোকটাকে দূর করে দাও এখান থেকে।

ফকির ঃ গন্ধ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! তোমরা এখানে কী করছ? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না? না, না। আমার রাজ্যে এসব চলবে

না। (গন্ধ শুঁকে) তোমাদের গায়ে মুখে পাই মড়ার গন্ধ। তোমাদের সময় হয়ে গেছে। ছিঃ, এরকম ফাঁকি দেয় না! আমি ওদের তুলে নিয়ে আসছি, তোমরা তৈরি হয়ে নাও। ইস্! গোর-খুঁড়েরা কী ভুলই না করেছে! না, না এ'তো হতে পারে না-

(বিড়বিড় করিতে করিতে ফকিরের প্রস্থান। মঞ্চে বিমূঢ় নেতা। হাফিজ হাসিতেছে। প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইতেছে। সাফল্যের হাসি। পানাধিক্য হেতু কিঞ্চিত বেসামাল।)

হাফিজ ঃ হে হে হে হে স্যার! সব ক্ষতম স্যার। আমরা এখন ফ্রি। দেখলেন তো, পাগলাটাকে কী রকম পোষ মানালাম। পাগলটাকে এত হুজুর হুজুর না বললে হয়তো গায়ের দিকেই ছুটত। আর শরীরটা অনেকক্ষণ থেকেই এমন নড়বড়ে মনে হচ্ছে যে, এর ওপর এখন কিছু এসে পড়লে পাত্তা পাওয়া যেত না।

নেতা ঃ ভালো হতো। তুলে নিয়ে আপনাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতাম।

হাফিজ ঃ ঐ একটা নোংরা কথা বার বার বলবেন না, স্যার। তাহলে আমিও আপনার সম্পর্কে দু'একটা হক কথা বলে ফেলব কিন্তু।

নেতা ঃ যেমন?

হাফিজ ঃ যেমন? বেশ। একটা বলছি। আমাকে তুলে নিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা বা অবস্থা আপনার এখন নেই। আপনি এখন নিজেকে নিজে খাড়া রাখতে পারলেই প্রচুর হাততালি পাবেন। বক্তৃতা না করলেও হাতাতালি দেব।

নেতা ঃ মারহাবা! সাবাস! খুব ধরেছেন। ডিপার্টমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করবেন একদিন। একবারও তো ঠিক মতো উঠে দাঁড়াইনি, ধরে ফেললেন কী করে?

হাফিজ ঃ অনেক দিন হলো এ লাইনে আছি স্যার, এতটুকু বুঝবো না?

নেতা ঃ সবটা ঠিক ধরতে পারেননি। উঠতে হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু বক্তৃতা আমি ঠিক দিতে পারব। কী, বিশ্বাস হয় না বুঝি?

হাফিজ ঃ বিশ্বাস? হ্যাঁ! পারবেন। তা পারবেন। আমি, আমি মানে আমার ব্রেনটা ঠিক আছে। যে কোনো পরিস্থিতিতে এখনও আমার ডিউটি ঠিক করে যেতে পারব। তবে, তবে মানে এই চোখ, আর কান খামোখাই একটু বেশি কাজ করছে বলে ভয় হচ্ছে।

নেতা ঃ ভয়? ভয় কিসের? তুমি মনে করেছ ঐ মুর্দা ফকিরের কথায় আমি ডরাই। এখান থেকে যাওয়ার আগে ওটাকে মুর্দা বানিয়েই যাব। কোথাকার আমার জিন্দা পীর এসেছেন- ওর কথায় গোর থেকে লাশ উঠে আসবে।

হাফিজ ঃ কিছু মনে করবেন না স্যার। একটা সওয়াল পুছ করছি আপনাকে। মনে করেন, সত্যি যদি ঐ মুর্দা ফকির লাশগুলোর একটা মিছিল নিয়ে এসে দাঁড়ায়- কী করবেন তখন আপনি?

নেতা ঃ সব্বাইকে, আপনাকে সুদ্ধ একসঙ্গে পুঁতে ফেলতাম।

হাফিজ ঃ আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে রসিকতা করিনি। ঐ মুর্দা ফকির শুনেছি অনেক কিছু জানে। কিন্তু যদি আসে ও আমি ভয় পাই না। একটুও না। প্রথমে হাসব। দেখব। এগিয়ে যাব। হাত মেলাব। ভয় কিছুতেই পাবো না। (নিজের গলা দুই হাতে সজোরে টিপিয়া ধরিয়া) গ...লা টিপে ধরে রাখবো। যাতে বুকের মধ্যে ভয় কিছুতেই ঢুকতে না পারে। আরেকটু দেবেন। স্যার? বুকে সাহস আসবে। কেমন জানি ইয়ে করছে।

(ততক্ষণে পার্টিশনের ঐ পাশ হইতে সকলের অলক্ষে ক্রমোজ্জ্বলিত আলোক শিখার কম্পিত গোলকের মধ্যে একটি ভয়াবহ মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বদনমন্ডল পরিবেষ্টিত করিয়া রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ। মূর্তি নিশ্চল। নেতা যখন শেষ বারের মতো ইন্সপেক্টরকে পানীয় দিবার জন্য গ্লাসে বোতল উপুড় করিয়া ধরিয়াছেন তখন ঐ স্তব্ধ মূর্তির একটি প্রায় অদৃশ্য হাত অন্ধকার হইতে কী যেন ছুঁড়িয়া মারিল। কাঁচের গ্লাসের ঝন ঝন্ শব্দ। নেতা ও হাফিজের ভয়ার্ত অস্ফুট চিৎকার!)

হাফিজ ঃ গুলি! গুলি স্যার! শুয়ে পড়ুন শিগগির! গুলি!

(দুইজনে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে। পশ্চাতে কম্পিত শিখায় নিস্পন্দন মুখ। কয়েক মুহূর্তের সুতীব্র স্তব্ধতা)।

নেতা ঃ (চাপা স্বরে) গুলি যে বুঝলে কী করে?

হাফিজ ঃ দেখেছি!

নেতা ঃ কে ছুঁড়েছে তুমি দেখেছো।

হাফিজ ঃ না। তবে কী ছুঁছেড়ে দেখেছি।

নেতা ঃ কোথায়?

হাফিজ ঃ বেশি নড়বেন না। খুঁজে দেখছি পাই কিনা? (উপুড় হইয়া একটু চারদিকে হাতড়ায়। হঠাৎ কী তুলিয়া দেখে) ধরুন, পেয়েছি।

নেতা ঃ (হাতে লইয়া) এ কী? এ যে বুলেট। রক্তমাখা।

হাফিজ ঃ কুল্‌লি! কুল্‌লি! ভয় পাবেন না স্যার। ভয় পেলেই সব গেল। এ নিশ্চয়ই ঐ মুর্দা ফকিরের কাণ্ড। ট্রাকের ভিতর ঢুকে লাশের গা থেকে হয়তো খুলে নিয়ে এসেছে। সেগুলোই ছুঁড়ে মেরে এখন আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

নেতা ঃ ও! তাহলে বলো কিছু না। মুর্দা ফকির- সে তো জ্যান্ত আদমি। বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

হাফিজ ঃ এখন উঠে পড়া যাক স্যার। মিছেমিছি ভয় পেয়ে লাভ কী!

নেতা ঃ ইন্সপেক্টর!

হাফিজ ঃ জী!

নেতা ঃ আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে- যে মেরেছে, সে এখনও আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাফিজ ঃ এ্যা!

নেতা ঃ তুমি একটু ঘুরে একবার দেখ তো। আমিও তাকাচ্ছি। (ধীরে মাথা ঘুরাইয়া দেখে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আপ্রাণ চেষ্টায় অস্বাভাবিক স্থির কণ্ঠে) উঠে এসেছে।

নেতা ঃ কে?

হাফিজ ঃ সেই লাশটা!

নেতা ঃ লাশ? কোনো লাশটা!

হাফিজ ঃ বুলেট খাওয়া। ছাত্র। খুলি নেই।

নেতা ঃ ওহ্! কী চায়?

হাফিজ ঃ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে দেখবো?

নেতা ঃ কী জিজ্ঞেস করবে?

হাফিজ ঃ এই কী চায়, কেন উঠে এসছে, ঠান্ডা লাগছে নাকি- এই সব?

নেতা ঃ আমাদের কথা বুঝবে?

হাফিজ ঃ ট্রাই করতে হবে। সব লাইনেই ট্রাই করতে হবে। এটা একটা নতুন সিচুয়েশান স্যার। কুল্‌লি অগ্রসর হতে হবে। ঘটনা হিসাবে এটা অবাস্তব হতে বাধ্য। কিন্তু, অন্য রকম হলেও আমাদের ভয় পেলে চলবে না। ফেইস করতেই হবে। (উঠিয়া দাঁড়াইবে। বেশ কষ্ট। নাটুকে মাতালের টলায়মান অবস্থা নয়, তবে নেশা যে উভয়েরই খুব গাঢ় হইয়াছে তাহা স্পষ্ট।)

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

ঝুঁটা – মিথ্যা কথা। **জিন্দা** - জীবিত। **না-লায়েক** – অবুঝ, অযোগ্য। **সুড়ং** – মাটির নিচে গোপন রাস্তা। **পানাধিক্য** – অধিক পরিমাণে মদ পান। **বেসামাল** – টলায়মান। **মারহাবা** – সাবাস। **খামুকা** – শুধু শুধু। **পার্টিশন** – মঞ্চের দু'অংশের মধ্যেকার পর্দা অর্থে। **অস্ফুট** – ফোটেনি এমন, অস্পষ্ট, অব্যক্ত। **সিচুয়েশন** – পরিস্থিতি। **ফেইস** – মোকাবিলা।

বস্তুসংক্ষেপ

মুর্দা ফকির বুঝতে পেরেছে যে লাশগুলো স্বাভাবিক মৃত্যুর ফল নয়। তাই সে সেগুলো কবরস্থ করতে বাধা দেয়। সে বলেছে যে, লাশের শরীর থেকে ওষুধ আর বারুদের গন্ধ আসছে। তাই ওদের কবরে নেওয়া যাবে না। হঠাৎ করে মুর্দা ফকির অদৃশ্য হলে হাফিজ ও নেতা খুশি হয়। ভাবে ঝামেলা দূর হয়েছে। কিন্তু একটু পরেই সে লাশগুলোকে মিছিল সহকারে হাজির করায়। বলাই বাহুল্য সবটাই নেতা ও হাফিজের অর্ধ-জাগর চৈতন্যের ভাবনা। এ অবস্থায় হাফিজ বলে যে ভয় পেলে চলবে না, সবকিছু বুদ্ধি দিয়ে মোকাবিলা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

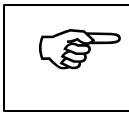

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভালো করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আলোচ্য পাঠ অনুসরণে মুর্দা ফকিরের চরিত্র লিখুন।

২. মুর্দা ফকির লাশগুলোকে কবরস্থ করতে বাধা দিয়েছে কেন?

৩. নেতা ও হাফিজের দিকে কে গুলি ছুঁড়েছে এবং কেন?

উত্তর

প্রশ্ন : মুর্দা ফকির লাশগুলোকে কবরস্থ করতে বাধা দিয়েছে কেন?

উত্তর : মুর্দা ফকির দীর্ঘদিন যাবৎ কবরস্থানে বাস করছে। তাই মৃত মানুষের দেহ দেখে দেখে সে এক ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। নেতা ও হাফিজ যে লাশগুলো কবরস্থ করার জন্য এনেছে, সেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। দেহ ছিল ছিন্ন-ভিন্ন, রক্তমাখা- সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছিল ওষুধ আর বারুদের গন্ধ। লাশের শরীরে কাফনও ছিল না। মুর্দা ফকির বুঝতে পেরেছে-এটা একটা ষড়যন্ত্র। তাই সে লাশগুলোকে কবরস্থ করতে বাধা দিয়েছে। মুর্দা ফকিরের ভাষায়-

"বাসি মরার গন্ধ আমি চিনি না? এ লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষুধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ-মুর্দা কবরে থাকবে না। ... কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।"

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি অধ্যয়ন করলে আপনি-

- নেতা ও হাফিজ চরিত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের বিদ্রোহীসত্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- হাফিজের নানা রকম কূটবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

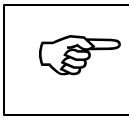

নিচের মূলপাঠটি ভালো করে পড়ুন। মঞ্চসজ্জাটি বোঝার চেষ্টা করুন। মূলপাঠের ডান দিকে প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে। সেগুলো ভালো করে দেখে নিন।

নেতা ঃ আপনি কিছু ভয় পাবেন না। আমি পেছনে রয়েছি। পিস্তলের টিপ আমার পাক্কা।

হাফিজ ঃ খবরদার! অমন কাজও করবেন না। (ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া) পিস্তলের কেস এটা নয় স্যার। বুঝতে পারছেন না- এটা ঠিক মানে, অন্য জিনিস, মানুষ নয়। পিস্তল রেখে দিন। লক্ষ করুন, আমি কী রকম সামলে নিচ্ছি। একটু আলাপ করতে পারলেই পোষ মানিয়ে নেবো। (ধীরে ধীরে আগাইয়া মূর্তির নিকট আসে। বাতাসে টানিয়া টানিয়া স্পর্শ করতে চেষ্টা করে।) এই? এই! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ। এই! হেই! (মূর্তি নীরব। নিশ্চল!) (ঘুরিয়া) স্যার, কোনো সাড়া দিচ্ছে না যে?

নেতা ঃ বোধ হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আমাদের সঙ্গে হয়ত কোনো কাজ নেই। ভালো। তা ভালো। ও থাকুক। চলো আমরা আমাদের কাজে যাই।

হাফিজ ঃ তা হয় না স্যার। ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে আমরা চলে যাবো? তা হয় না স্যার। আমার ডিউটি আমাকে করতেই হবে। ওকে ফেরত না পাঠিয়ে আমরা চলে যেতে পারি না, স্যার।

মূতি ঃ আমি যাবো না। আমি থাকবো। (দু'জনে হতবাক। ধীরে ধীরে হাফিজ আগাইয়া যা)।

হাফিজ ঃ কোথায় যাবে না? কোথায় থাকবে?

মূর্তি ঃ কবরে যাবো না। এখানে থাকবো।

হাফিজ ঃ অবুঝের মতো কথা বলো না। তোমাদের এখন এখানে আর থাকতে নেই। তোমরা মরে গেছ। অন্যখানে তোমাদের জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই এখন তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।

মূর্তি ঃ মিথ্যে কথা। আমরা মরিনি। আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরবো না।

হাফিজ ঃ (নেতার কাছে আসিয়া) বড় একগুঁয়ে স্যার। আলাপ করে সুবিধে হবে, মনে হচ্ছে না। একটা বক্তৃতা দিয়ে দেখবেন স্যার? যদি কিছু আছর হয়! পারবেন না স্যার? আপনি তো বলেছিলেন-যাই হোক- বক্তৃতা দিতে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। একবার ট্রাই করুন না স্যার।

নেতা ঃ (ভালো করিয়া শুনিয়া) দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরুব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এদেশের রাজনীতি আঙ্গুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক। কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে, বসে-

মূর্তি ঃ কবরে যাব না।

নেতা ঃ আগে কথাটা ভালো করে শোন। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, শিক্ষিত ছেলে। চেষ্টা করলেই আমার কথা বুঝতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উচু ক্লাসে উঠেছ। অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।

মূতি ঃ ছিল? এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল রাস্তায় ছিঁটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

নেতা ঃ জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মতো ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে তুমি বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছো না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে, যারা এখনও মরেনি- তাদের নামে- মিনতি করছি- তুমি যাও, যাও, যাও!

মূর্তি ঃ আমি বাঁচবো।

নেতা ঃ কী লাভ তোমার বেঁচে? অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া তোমার বেঁচে কী লাভ? তুমি বেঁচে থাকলে বারবার দেশে আগুন জ্বলে উঠবে। সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার না করে সে আগুন নিভবে না। তার চেয়ে তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো কবরে চলে যাও। দেখবে দু'দিনে সব শান্ত হয়ে যাবে। দেশে সুখ ফিরে আসবে। (মূর্তি মাথা নাড়ে) আমি ওয়াদা করছি তোমাদের দাবি অক্ষরে অক্ষরে আমরা মিটিয়ে দেবো। তোমার নামে মনুমেন্ট গড়ে দেবো। তোমার দাবি এ্যাসেম্বলিতে পাস করিয়ে নেবো। দেশজোড়া তার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করবো। যা বলবে তাই করবো। দোহাই তোমার, তবু অমন স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মতো, আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। সরে যাও, চলে যাও, অদৃশ্য হয়ে যাও।

(সর্বাঙ্গে কাফনের কাপড় জড়াইয়া আর একটি মূর্তি নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুলে রক্ত মাখা। মুখে আঘাতের চিহ্ন। ঠোঁটের দুই পাশে বিশুষ্ক রক্তরেখা।)

কে? তুমি কে?

মূর্তি (২) ঃ নাম বললে চিনতে পারবেন না। হাইকোর্টের কেরানী ছিলাম। তখন টের পাইনি। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এপিঠ এপিঠ। বোকা ডাক্তার খামাখা কেটেকুটে গুলিটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো নজরেই পড়েনি প্রথমে।

নেতা ঃ তুমিও এই দলে এসে জুটেছো নাকি?

মূর্তি (২) ঃ গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আলগা হতে পারবো না।

নেতা ঃ তুমি আমাকে চেন?

মূর্তি (২) ঃ চশমাটা আর খুঁজে পাইনি। অন্ধকারে আপনাকে চেনা যাচ্ছে না। তবে আপনার গলা চিনি।

নেতা ঃ আমার কথা শুনেছ? এইমাত্র যা বলছিলাম?

মূর্তি (২) ঃ আপনি মিথ্যা বাদী। কথা দিয়ে আপনি কথা রাখেন না। আপনি অনেক ওয়াদা করে সেবার আমাদের দেড় মাস লম্বা ধর্মঘট ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমার ছোট ছেলেটা তখন মারা যায়। আপনার কথা শুনেছি। আপনার কথা ভুলিনি। আপনি মিথ্যেবাদী।

মূর্তি ঃ আমরা কবরে যাবো না।

মূর্তি (২) ঃ আমরা বাঁচবো। (বিড়বিড় করতে করতে পশ্চাতে গিয়া উপুড় হইয়া বসিবে। আর দেখা যাইবে না। নেতা মাথা নিচু করিয়া সরিয়া আসে। হাফিজ অগ্রসর হইয়া কানের কাছে বেশ জোরে ফিস্ ফিস্ করিয়া।)

হাফিজ ঃ হবে না। এই লাইনে ঠিক কাজ হবে না স্যার। অন্য রাস্তা ধরতে হবে। আমার মাথায় একটা প্লান এসেছে। দেখবেন ঠিক কাবু করে ফেলবো। একটু ভোলো বদলাতে হবে। সবই আমাদের করতে হয় স্যার। আপনি চুপ করে বসে দেখুন। (হাফিজ চাদরটা খুলিয়া এক প্যাচ গায়ের উপর জড়াইয়া বাকি অংশ ঘোমটার মতো মাথার উপর তুলিয়া দিল।)

নেতা ঃ ঢং ছাড়ো। মেয়েলোকের মতো ঘোমটা দিয়েছো কেন?

হাফিজ ঃ (ফিস্‌ফিস্ করিয়া) চুপ! আমি এখন স্ত্রীলোক। ঐ ছোকরার মা। কথা বলবেন না। দেখে যান। বুঝতে পারছেন না, সবাই একটু ঘোরের মধ্যে আছে, কিছু ধরতে পারবে না।

(আঁচল টানিয়া, ঘোমটা উঠাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরকে অনাবশ্যকভাবে স্ত্রীলোকের মতো করিয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। তবে যথোপযুক্ত আবেগে ভরপুর।)

খোকা। খোকা!

মূর্তি ঃ (চঞ্চল। বেদনাহত।) কে! কে ডাকে?

হাফিজ ঃ খোকা কোথায় গেলি তুই? খো-কা!

মূর্তি ঃ কে? মা, মা তুমি কোথায় মা? (শূন্যে হাতড়ায়)

হাফিজ ঃ এই যে যাদু আমি এখানে।

মূর্তি ঃ তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না মা? তুমি বারণ করলে, তুব আমি শুনলাম না। রাস্তা থেকে ওরা ডাকলো। আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। তোমার কাছে বলতে গেলে পাছে তুমি বাধা দাও-সেই জন্য তোমাকে কিছু না বলেই চুপে চুপে চলে গেছি। আজ যে ওরকম গোলমাল হবে তুমি আগে থেকে কী করে জানলে মা?

হাফিজ ঃ মা হলে সব জানতে হয়। মা হলে জানতি, মার কষ্ট কী। মার বুক খালি হলে, মার কেমন লাগে, তুই দস্যু ছেলে বুঝবি না।

মূর্তি ঃ তোমার সব কষ্ট বুঝি মা। নাক-মুখ বেয়ে আমার কেবল রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত দুনিয়াটা ঝাপসা হয়ে গেল। আমার তখন খালি কী মনে হচ্ছিল জান মা? মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছো। সেই সেবার টাইফয়েড জ্বরের ঘোরে যখন খালি প্রলাপ বকতাম, তখন যেমন আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে ঠিক তেমনি। আর আমার নাকমুখ গড়িয়ে তোমার চোখের গরম নোনা পানি কেবল ঝরছে। ঝরছে।

হাফিজ ঃ তবু তো কোনো কথা শুনিস্ না। কেবল মার দুঃখ বাড়াতেই জন্মেছিস্। এ তোদের কী নেশা! এত মরণ-পাগল কেন তোরা?

মূর্তি ঃ মিছে কথা মা! আমরা কেউ মরতে চাই না মা। তোমার কাছে থাকতে কী আমার ইচ্ছে করে না? হারিকেনের লণ্ঠন জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ব। তেল কমে এলে সলতে উস্কে দিয়ে পড়ব, আর তুমি বারবার এসে বকবে- কেবল বকবে। তারপর লণ্ঠন জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে। টেনে বিছানায় শুইয়ে দেবে। অন্ধকারে মশারির ফাঁক দিয়ে ছায়া মূর্তির মতো ঘুমে জড়ানো তোমার ছোট্ট এলোমেলো শরীরটা দেখবো দেখবো- মা, চলে যেও না - মা। তোমায় আমি দেখবো- তোমায় আমি আদর করবো মা- তুমি কোথায় মা? মা!

হাফিজ ঃ ঘুমের ঘোরে কী বকছিস। স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি? অনেক রাত হয়েছে লক্ষ্মী বাবা, রাত জেগে পড়ে কাজ নেই। বিছানা করে রেখেছি। যাদু আমার শুতে যা।

মূর্তি ঃ আমাকে শুতে যেতে বলছো মা? না। না। আমি শোব না। আমি এখন শোব না। মা। আমি আর কোনোদিন শোব না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওরা আমাকে আর জাগতে দেবে না। তুমি বুঝতে পারছ না মা- না, না আমি শোব না। আমি যাব না। আমি থাকব। আমি উঠে আসব।

নেতা ঃ ইন্সপেক্টর। তোমার এ ভুতুড়ে নাটক আর কতক্ষণ চলবে?

হাফিজ ঃ ছিঃ বাবা। জিদ করো না। লক্ষীটি শুতে যাও। মার কথা শোন।

(দ্বিতীয় মূর্তি আচমকা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়)

মূর্তি(২) ঃ (অস্পষ্টভাবে হাফিজের দিকে হাত বাড়াইয়া) মিন্টু। মিন্টু। মিন্টু ঘুমায়নি এখন?

হাফিজ ঃ (সুর পাল্টাইয়া) তোমার কোলে আসার জন্য কাঁদছে।

মূর্তি(২) ঃ দাও, আমার কোলে দাও। (বাচ্চা কোলে লইবার ভঙ্গি করে) ইস! জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে গো!

নেতা ঃ খবরদার। ফেলে দাও। ওটাকে ফেলে দাও কোল থেকে। এই শেষবারের মতো বলছি এখনও ভালো চাও তো সরে পড়। চলে যাও সব।

মূর্তি ঃ আমি যাবো না। আমি বাঁচবো, মা। বৃষ্টিতে ভেজা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে আমি আরো হাঁটবো মা। ঠাণ্ডা রূপোর মতো পানি চিরে হাত পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটবো মা।

মূর্তি (২) ঃ কাঁদিসনে মিন্টু। তোর বাপ কী কম চেষ্টা করেছে? দুষ্টু মুদি কিছুতেই মাসের শেষ বলে এক রত্তি বার্লি বাকি দিল না। বেতন নেই দেড় মাস, দেবে কেন? তুই কাঁদিসনে মিন্টু। তুই কাঁদলে তোর মাও কেবল কাঁদবে। এখন চুপ করে ঘুমিয়ে থাক। দেখবি, কাল ভোরে সব জ্বর কোথায় চলে গেছে।

নেতা ঃ কাল পর্যন্ত তোমাদের নিয়ে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি? না আমি তা পারবো না। এতসব আবদার আমার সঙ্গে চলবে না। গেট আউট। ডেভিল্স্। যাও বলছি।

হাফিজ ঃ উত্তেজিত হবেন না স্যার। কুল্লি! কুললি!

মূর্তি ঃ তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। কিচ্ছু ভেবো না, মা। আমি কিছুতেই মরব না। ছায়ামূর্তির মতো বার বার আসব। তুমি যদি আমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়, দরজায় এসে টোকা দেব। চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তোমায় ইশারা করব। তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ব মা।

মূর্তি (২) ঃ (কোলের কল্পিত সন্তানকে) দূর বোকা। তুই স্বপ্ন দেখছিস। ভয়ের কী আছে? তুই তো আমার কোলে। আমি থাকতে তোকে মারে এমন দৈত্য দুনিয়ায় নেই। (সামনের দিকে ইশারা করিয়া) ওগুলো কিছু না। সব সং সেজে তোকে ভয় দেখাতে চায়। তুই ঘুমো। ঘুমো।

নেতা ঃ ইন্সপেক্টর! আমি এসব মানি না। আমি স-ব পুঁতে ফেলব। একটা একটা করে গুলি করে আমি সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। হাজার হাজার হাত মাটির নিচে সব পুঁতে ফেলবো। যাতে কোনোদিন আর উঠতে না পারে। ভয় দেখাতে না পারে। গুলি, সবগুলোকে আবার গুলি করো। গার্ড! গার্ড! (হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করে মুর্দা ফকির)

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

পাক্কা –পাকা, এখানে দক্ষ অর্থে। **ডিউটী** – কর্তব্য, কাজ। **হতবাক** – নির্বাক, বিস্মিত। **একগুঁয়ে** – একরোখা, উগ্র। **কওম** – জাতি বা সম্প্রদায়। **কেতাব** – বই, গ্রন্থ। **কম্যুনিজম** – সাম্যবাদ। **প্রেতাত্মা** – ভূত, এখানে সাম্যবাদের তত্ত্ব অর্থে। **দীন** – ধর্ম। **ছারখার**– ধ্বংশ করা, নষ্ট করা, মনুমেন্ট-স্মৃতিসৌধ। **এ্যাসেম্বলী** – সংসদ, যেখানে দেশের আইন-কানুন তৈরি করা হয়। **ডেভিলস** – দুষ্টু লোক, খারাপ লোক।

বস্তুসংক্ষেপ

হাফিজ ও নেতা মুর্দা ফকিরের চলে যাওয়ার ফলে খুশি হয়ে নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করে। এসময় নতুন বিপত্তি দেখা দেয় লাশের মূর্তিগুলো উপস্থিতিতে। একটি মূর্তি জানায় যে, সে কবরে যাবে না। তখন নেতা ও হাফিজ মূর্তিগুলোকে অনেকভাবে বুঝিয়ে কবরস্থ করার চেষ্টা করে। কিন্তু মূর্তিগুলো তাদের সিদ্ধান্তে অটল। হাফিজ তখন মায়ের রূপ ধরে মূর্তিগুলোকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও প্রকৃত অর্থে কোনো কাজ হয় না। হাফিজের এসব নাটকে বিরক্ত হয়ে ওঠেন নেতা। এ-সময়ই অকস্মাৎ মঞ্চে প্রবেশ করে মুর্দা ফকির।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভালো করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আলোচ্য পাঠ অনুসরণে মুর্দা ফকির ও মূর্তিগুলোকে বশ মানাতে হাফিজের কর্মকাণ্ডের পরিচয় দিন।

২. মূর্তিগুলো কবরস্থ হতে চায়নি কেন?

৩. হাফিজ মায়ের বেশ ধারণ করেছে কেন?

উত্তর

প্রশ্ন : মূর্তিগুলো কবরস্থ হতে চায়নি কেন?

উত্তর : ভাষার মর্যাদার দাবিতে মিছিল করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন, নাটকে তাদেরই মূর্তি পরিচয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। ওই ছাত্র-যুবকদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাই মূর্তিগুলো কবরস্থ হতে চায়নি। তারা জানিয়েছে যে, তারা কবরে যাবে না। হাইকোর্টের যে কেরানি শহীদ হয়েছে, তাকে ছাত্রদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে কবরে যাবার প্রস্তাব করলে, সেও তা অস্বীকার করে। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় নিম্নোক্ত সংলাপ-

নেতা ঃ তুমিও এই দলে এসে জুটেছো নাকি?

মূর্তি (২) ঃ গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আল্‌গা হতে পারবো না।

পাঠ ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি অধ্যয়ন করলে আপনি-

- মুর্দা ফকিরের বিদ্রোহের স্বরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নাটকের মূল ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নাটকটির পরিণতি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নিচের মূলপাঠটি ভালো করে পড়ুন। মঞ্চসজ্জাটি বোঝার চেষ্টা করুন। মূলপাঠের ডান দিকে প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে। সেগুলো ভালো করে দেখে নিন।

ফকির ঃ জ্বি হুজুর।

নেতা ঃ (লক্ষ না করিয়া) গুলি করো

ফকির ঃ গুলি! ওহ্! হ্যাঁ। আছে! আমার কাছে আরো কয়েকটা আছে। এই নিন বুলেট। খুব তাজা! টাট্‌কা! এখনও খুন লেগে রয়েছে। হাত পাতুন । ধরুন। (স্তম্ভিত ভয়ার্ত বিমূঢ় নেতা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিবে) লোড আপনি করুন। আমি ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। যাই। আমি মিছিলটা এই দিকে ডেকে নিয়ে আসি।

(হন্তদন্ত হইয়া ফকিরের প্রস্থান। সেই গমন পথের দিকে তাকাইয়া নেতা একবার নিজের বুক চাপিয়া ধরে। হাফিজ পিছন হইতে আগাইয়া তাহাকে ধরে।)

[নেপথ্যে মূর্দা ফকির চিৎকার করিতেছে: তোরা কোথায় গেলি? সব ঘুমিয়ে নাকি? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলি! গুলি হবে স্ফুর্তি করে উঠে আয় সব! কোথায় গেলি? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে । আজ গুলি গুলি হবে আজ। কবর খালি করে সব উঠে আয়।]

(মঞ্চের উপরের লাল মূর্তিদ্বয় মুর্দা ফকিরের ডাক কান পাতিয়া শুনিতেছিল। ক্রমে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে একজনের পিছনে আরেকজন ক্রমে আরও অনেক-সারি দিয়া চলিয়া যাইবে এবং তাদের ওপর প্রতিফলিত আলোর রেখাও ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে।)

(হাফিজ ও নেতা লক্ষ করে নাই যে মঞ্চ খালি হইয়া গিয়াছে।)

নেতা ঃ (বিবর্ণ মুখে) ইন্সপেক্টর! হার্টটা জানি কেমন করছে! বড় ভয় পেয়ে গেছি! একটু ধরে রেখো আমাকে! আর আর একটু ঢেলে দিতে পারবে?

হাফিজ ঃ না। আপনার এখনও হুঁস নেই। আমার নিজেরও হয়ত নেই। ঠিক বুঝতে পারছি না। (পিছন হইতে গার্ড হটাৎ লণ্ঠন হাতে ঢুকিয়া পড়িয়া প্রচণ্ড শব্দে বুট ঠুকিয়া স্যালুট করে।

নেতা ঃ (চমকিয়া) কে? এটা কী আবার?

হাফিজ ঃ (দেখিয়া) ইডিয়ট! এটা কি তোমার প্যারেড গ্রাউন্ড নাকি? বন্দুকের গুলির মতো স্যালুট করতে শিখেছ দেখছি। কি চাও?

গার্ড ঃ গাড়িতে উইঠড্যা হগলে আপনাগো লাইগা এন্তেজার করতাছে। সব কাম খতম। কারফিউ শেষ হইতেও আর দেরি নাই।

হাফিজ ঃ (প্রথম লক্ষ করিল যে, মঞ্চ খালি! ভালো করে কয়েকবার চোখ কচলায়) গুড্! সব কাজ খতম তো? গুড্! সব কাজ খতম স্যার। নিট জব। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি স্যার। ভালো করে দেখুন না নিজেই।

নেতা ঃ (ধীরে ধীরে চোখ ঘুরাইয়া দেখে, তারপর সামনের দিকে অর্থহীন বিষণ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া থাকে) হুম!

গার্ড ঃ কিছু তালাশ করতাছেন হুজুর? খুইজা দেখুম?

নেতা ঃ না, চলো?

হাফিজ ঃ কিছু না স্যার। এসব কিছু না। গোরস্থানে এরকম কত কিছু হয়। তার ওপর আবার স্যার মানে?

নেতা ঃ হুম। চলো, আর দ্যাখো। মুর্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুন। (বুকে হাত চাপিয়া ধরে।)

হাফিজ ঃ এ্যা? মুর্দা ফকির? ওহ্! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! ইয়েস্ স্যার! (সকলে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। গার্ড গ্লাস, বোতল ইত্যাদি গুছাইয়া লইবে।)

শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী

স্তম্ভিত – বিস্মিত, আবিষ্ট, স্তম্ভের মতো জড়ীভূত। **বিমূঢ়** – হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। **এন্তেজার** – অপেক্ষা করা। **তালাশ** – খোঁজ করা, অনুসন্ধান করা। **লোড** – বন্দুকে গুলিভর্তি করা।

বস্তুসংক্ষেপ

মুর্দা ফকিরের নেতৃত্বে মূর্তিগুলো মিছিল সহকারে মঞ্চে উপস্থিত হয়। মূর্তির মিছিল দেখে হাফিজ এবং নেতা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এমন সময় গার্ড এসে খবর দেয় যে কবর খুঁড়ে লাশগুলোকে মাটিচাপা দেয়া হয়েছে। নেতা ও হাফিজ তখন বুঝতে পারে এত সময় তারা একটা বিভ্রমের মধ্যে ছিল। তাই আশ্বস্ত হয়ে মুর্দা ফকিরকে সঙ্গে নিয়ে তারা গাড়িতে উঠে বসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভালো করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মুর্দা ফকির মিছিল সহকারে লাশগুলো নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হলো কেন?

২. কবরস্থানে নেতা ও হাফিজের সংলাপ অন্তিমের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি?

৩. নাটকটির পরিণতি কী?

উত্তর

প্রশ্ন: কবরস্থানে নেতা ও হাফিজের সংলাপ অন্তিমের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি?

উত্তর : ভাষার দাবিতে মিছিল করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছে, তাদের গোপনে কবরস্থ করার জন্য নেতা ও হাফিজ গোরস্থানে এসেছে। তাদের মধ্যে অনেক রকম ভীতি কাজ করছিল। কারফিউর মধ্যে কবর দেয়ার কাজ শেষ করতে হবে। সবকিছু গোপন রাখতে হবে। জনতা বুঝতে পারলে বিপদ। এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবরস্থানের ভীতি চেতনালুপ্তকারী অত্যাধিক মদ্যপান প্রবণতা। সবকিছু মিলে নেতা ও হাফিজের চিত্তলোকে নাট্যকার এক ধরনের বিভ্রম সৃষ্টি করে তাদের ভিতরের বাস্তবতাকে বের করে এনেছেন। নাটকের মূল বক্তব্যের কথা স্মরণে রেখে এই প্রক্রিয়াকে শৈল্পিক দৃষ্টিকোণে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে হয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নিচের চূড়ান্ত মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভালো করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. 'কবর' নাটকের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।
২. নেতার চরিত্র আলোচনা করুন।
৩. হাফিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন।
৪. মুর্দা ফকিরের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।
৫. 'কবর' নাটকে যে প্রতিবাদীচেতনা শিল্পিত হয়েছে, তার পরিচয় দিন।
৬. নাটক হিসেবে 'কবর'-এর সার্থকতা বিচার করুন।

প্রশ্ন ॥ মুর্দা ফকিরের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর ॥ মুর্দা ফকির মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) বিরচিত 'কবর' (রচনাকাল-১৯৫৩; প্রকাশকাল ১৯৬৬) নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য নাটকে মুনীর চৌধুরী তাঁর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সে দৃষ্টিকোণে মুর্দা ফকিরকে নাট্যকারের মানস-প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

মুর্দা ফকির এক সময় গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করত। তেরশ' তেতাল্লিশের মন্বন্তরে সে চোখের সামনে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা এবং জননীকে মরতে দেখেছে। কিন্তু এদের কাউকেই কবর দিতে পারেনি। এই বেদনা তাকে অর্ধ উন্মাদ করে দিয়েছে। সেই থেকে সে গোরস্থানেই বাস করে। তার ধারণা মরার সময় হলেই সে কবরে ঢুকে পড়বে। মুর্দা ফকিরের এ জীবন ইতিহাস বড়ই করুণ ও মর্মান্তিক। নেতার কাছে হাফিজের সংলাপে ফুটে উঠেছে মুর্দা ফকিরের জীবনের এই নির্মম ইতিহাস-

হাফিজ : লোকটা এমনিতে ভালো লেখাপড়া জানে। ভালো আলেম। গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করত। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলে-মেয়ে মা-বৌকে মরতে দেখেছে। কিন্তু কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলো পচেছে। শকুনে খুবলে দিয়েছে। রাতের বেলায় শেয়াল এসে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে পাগল। গোরস্থান থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে : মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি।

মুর্দা ফকির ন্যায়নীতি ও সত্যের প্রতীক। আলোচ্য নাটকে সে প্রতিক্রিয়াশীলতা, স্বার্থপরতা ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র, প্রতিবাদ, অমানবিক হত্যার বিরুদ্ধে এক সাহসী সৈনিক। মুর্দা ফকির যখন বুঝতে পেরেছে লাশগুলো স্বাভাবিক নয়, তখনই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ লাশ সে কবরস্থ করতে দেবে না। হাফিজ এবং নেতার কাছে সে দৃঢ়তার সঙ্গে তার মনোভাব ব্যক্ত করে। নেতাকে উদ্দেশ্য করে মুর্দা ফকিরের উচ্চারিত সংলাপ এখানে উল্লেখ করা যায়-

ফকির ঃ গন্ধ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! তোমরা এখানে কি করছো? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকিদিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না? না, না। আমার রাজ্যে এসব চলবে না। (গন্ধ শুঁকে) তোমাদের গায়ে মুখে পাই মরার গন্ধ! তোমাদের সময় হয়ে গেছে।...

মুর্দা ফকির এক প্রতিবাদী চরিত্র। শোষণ অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সে প্রথম থেকেই প্রতিবাদী। অন্যায়ভাবে নিহত শহীদদের কবরস্থ করতে তার প্রবল আপত্তি। মৃতদেহগুলো ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ছিলো। সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছিল ওষুধ, গ্যাস ও বারুদের গন্ধ। তাই হাফিজকে উদ্দেশ্য করে মুর্দা ফকির বলে-

ফকিরঃ বাসি মরার গন্ধ আমি চিনি না? এ-লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষুধের গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ-মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নীচেই মাটি চাপা দাও না কেন- এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।

মুর্দা ফকির শহীদদের সঙ্ঘবদ্ধ করে নেতা ও হাফিজকে ভীত-সন্ত্রস্ত্র করে তোলে। সত্যকে প্রতিষ্ঠার সাধনায় মুর্দা ফকির অনড়, অটল। মুর্দা ফকিরের চরিত্র মুনীর চৌধুরীর এক অনবদ্য সৃষ্টি, অনন্য নির্মাণ।

প্রশ্ন : 'কবর' নাটকে যে প্রতিবাদী চেতনা শিল্পিত হয়েছে, তার পরিচয় দিন।

উত্তর : মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) বিরচিত 'কবর' (রচনাকাল ১৯৫৩; প্রকাশকাল ১৯৬৬) বাংলাদেশের নাট্য সাহিত্যের ধারায় একটি কালজয়ী শিল্পকর্ম। বিষয় গৌরব ও আঙ্গিক-স্বাতন্ত্র্যে সমগ্র বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রেক্ষাপটেই আলোচ্য নাটক দাবি করতে পারে বিশিষ্ট আসন। শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের প্রতিবাদের শিল্পরূপ হিসেবে 'কবর' নাটক এক ঐতিহাসিক নির্মাণ।

১৯৫২ সালের গৌরবোজ্জ্বল ভাষা-আন্দোলনের মধ্যেই 'কবর' নাটক সীমাবদ্ধ নয়। ভাষা আন্দোলনের সীমানা ছাড়িয়ে এ-নাটকে শিল্পিত হয়েছে শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের সর্বকালিক প্রতিবাদী চেতনা। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় মুনীর চৌধুরীর বক্তব্য। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন-

'কবর' নাটকটিতে শুধুমাত্র একুশের তাৎপর্য খোঁজা হলে খানিকটা ভুলই বরং করা হবে। হয়তো আরো বেশি কিছু বলার চেষ্টা করেছি আমি। আরো বেশি কিছু।

—এই 'আরো বেশি কিছু' শব্দগুচ্ছের অন্তরালেই লুকিয়ে আছে 'কবর' নাটকের মৌল তাৎপর্য। ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ছাপিয়ে নাটকটি এভাবে হয়ে ওঠে সর্বকালিক প্রতিবাদ ও সংগ্রামের শিল্পকথা। 'কবর' নাটকে বিধৃত হয়েছে তৎকালীন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের প্রচণ্ড অত্যাচার ও নিপীড়নের বাস্তবচিত্র। কিন্তু একই সঙ্গে তা যুগে যুগে যে কোনো অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদী চেতনাকেও সগৌরবে প্রকাশ করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় সমালোচকের অভিমত 'কবর' নাটকে 'একদিকে জালিমের অত্যাচারের পৈশাচিক চিত্র, ন্যায্য দাবীর কাছে অত্যাচারীর ন্যাক্কারজনক পরাভব ও সংগ্রামী মানুষের অমর আত্মার বিজয় ফুটে উঠেছে।'

'কবর' নাটকে এই প্রতিবাদী চেতনা মুর্দা ফকির ও ছায়ামূর্তিগুলোর সংলাপের মাধ্যমে রূপলাভ করেছে। মুর্দা ফকির এক প্রতিবাদী চরিত্র। অন্যায়ভাবে নিহত শহীদদের কবরস্থ করতে তার প্রবল আপত্তি। মুর্দা ফকির যখন বুঝতে পেরেছে লাশগুলো স্বাভাবিক নয়, তখনই সে সিদ্ধান্ত নেয় এ-লাশ সে কবরস্থ করতে দেবে না। হাফিজ এবং নেতার কাছে দৃঢ়তার সঙ্গে সে তার মনোভাব ব্যক্ত করে। নেতাকে উদ্দেশ্য করে মুর্দা ফকিরের সংলাপে উদ্ভাসিত হয় তার প্রতিবাদী মানসিকতা-

ফকির! গন্ধ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! তোমরা এখানে কি করছো? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকিদিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না? না, না। আমার রাজ্যে এসব চলবে না। (গন্ধ শুঁকে) তোমাদের গায়ে-মুখে পাই মরার গন্ধ! তোমাদের সময় হয়ে গেছে।...

হাফিজকে উদ্দেশ্য করে মুর্দা ফকিরের সংলাপেও পাই প্রতিবাদের উত্তাপ। মুর্দা ফকির লাশগুলোকে কিছুতেই কবরস্থ করতে দেবে না। কারণ অন্যায়ভাবে ওদের হত্যা করা হয়েছে। তাই সে বলে- "বাসি মরার গন্ধ আমি চিনি না? এ লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষুধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ-মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই মাটি চাপা দাও না কেন- এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।"

মুর্দা ফকিরের মতো ছায়ামূতিগুলোর সংলাপেও উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদী চেতনা। অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে মূর্তিগুলো কবরে না যাওয়ার ঘোষণা দেয়। পুশিল ইন্সপেক্টর হাফিজ নানাভাবে বুঝিয়ে তাদের কবরস্থ করার চেষ্টা করে। কিন্তু মূর্তিগুলো অটল থাকে তাদের সিদ্ধান্তে। হাফিজ ও মূর্তির সংলাপে আমরা লক্ষ করি মূর্তিগুলোর এই প্রতিবাদী মানসিকতা-

হাফিজ ঃ কোথায় যাবে না? কোথায় থাকবে?

মূর্তি ঃ কবরে যাবো না। এখানে থাকবো।

হাফিজ ঃ অবুঝের মতো কথা বলো না। তোমাদের এখন এখানে আর থাকতে নেই। তোমরা মরে গেছ। অন্যখানে তোমাদের জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই এখন তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।

মূর্তি ঃ মিথ্যে কথা। আমরা মরিনি। আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরবো না। ... কবরে যাব না।

মূর্তি-২-এর সংলাপে উদ্ভাসিত হয়েছে প্রতিবাদের ভিন্ন এক সুর। অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়ন শোষিত মানুষকে ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে; তখন ইচ্ছা করলেও তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য থাকে এই সঙ্ঘশক্তিকে ভেঙে দেয়া, কিন্তু শোষিত মানুষ নিজেদের স্বার্থেই থাকে ঐক্যবদ্ধ। নেতার মূর্তি-২ এ ধরনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রকাশ করেছে প্রতিবাদের এক নতুন রূপ। নেতা এবং মূর্তি-২ এর সংলাপ অনুধাবনীয়।

নেতা ঃ ... কে? তুমি কে?

মূর্তি (২) ঃ নাম বললে চিনতে পারবেন না। হাইকোর্টের কেরানি ছিলাম। তখন টের পাইনি। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এপিঠ-ওপিঠ। বোকা ডাক্তার খামোখা কেটেকুটে গুলিটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো রজরেই পড়েনি প্রথমে!

নেতা ঃ তুমিও এই দলে এসে জুটেছো নাকি?

মূর্তি (২) ঃ গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আল্‌গা হতে পারবো না।

এভাবে দেখা যায়, মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকে বহুমাত্রিক প্রতিবাদের সুর উচ্চারিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিবাদী নাটক হিসেবে 'কবর' এক কালজয়ী শিল্পকর্ম।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভালো করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. যে খেয়েছে সে যে বোতল শুদ্ধো সাবাড় করতে সক্ষম নয়, বর্তমানে সেটাই আমাদের জন্য- এ-রকম জায়গায় সুখের কথা।
২. আমাদের তো কোনো রাজনীতি নেই স্যার! সরকারই মা-বাপ। যখন যে দল হুকুম চালায় তার হুকুমই তামিল করি।
৩. মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি।
৪. এসব খবর ঝড়ো হাওয়ার মুখে আগুনের ফুলকীর মতো ছড়িয়ে পড়ে।
৫. কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না।
৬. গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আল্‌গা হতে পারবো না।
৭. কিছু না স্যার! এসব কিছু না। গোরস্থানে এ-রকম কত কিছু হয়। তার ওপর আবার স্যার- মানে-

৩. মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি।

উত্তর : আলোচ্য অংশটুকু মুনীর চৌধুরী বিরচিত 'কবর' নাটক থেকে চয়ন করা হয়েছে। মুর্দা ফকিরের জীবনের মর্মন্তুদ যন্ত্রণা ও ট্র্যাজিক বেদনা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। নেতাকে উদ্দেশ্য করে হাফিজ এ-উক্তি করে।

মুর্দা ফকির আলোচ্য নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। মুর্দা ফকির এক সময় গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতো। তেরশ' তেতাল্লিশের মন্বন্তরে সে চোখের সামনে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ববং জননীকে মরতে দেখেছে। কিন্তু সেই দুরবস্থার দিনে সে কাউকেই কবর দিতে পারেনি। এই বেদনা তাকে অর্ধ-উন্মাদ করে দিয়েছে। সেই থেকে সে গোরস্থানেই বাস করে। তার ধারণা মরার সময় হলেই সে কবরে ঢুকে পড়বে। মুর্দা ফকিরের এ জীবন ইতিহাস বড়ই করুণ ও মর্মান্তিক। নেতার কাছে হাফিজের সংলাপে ফুটে উঠেছে মুর্দা ফকিরের জীবনের এই নির্মম ইতিহাস।

বর্তমান নাটকে মুর্দা ফকিরের চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই মুনীর চৌধুরী তাঁর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। মুর্দা ফকিরকে নাট্যকারের মানস-প্রতিনিধি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। মুর্দা ফকির শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক জাগ্রত বিবেক। নেতার কাছে হাফিজের উপর্যুক্ত বক্তব্যে আমরা এসব কথাই জানতে পারি।

২. গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আলগা হতে পারবো না।

আলোচ্য অংশটুকু মুনীর চৌধুরী বিরচিত 'কবর' নাটক থেকে গৃহীত হয়েছে। মুর্তি (২) নেতাকে উদদ্দশ্য করে এ উক্তি করেছে। মূর্তি (২)এর বর্তমান উক্তির মধ্য দিয়ে নাটকের মূল বক্তব্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

মূর্তি (২) ছিল হাইকোর্টের কেরানি। ভাষার দাবিতে সেও মিছিলে সামিল হয়েছিল ছাত্রদের সাথে। শহীদ হবার পর অন্যান্যদের মতো সেও কবরে যেতে চায়নি। তাই নেতা তাকে বলেন যে, তুমি ওদের মতো আচরণ করছো কেন? তুমি কবরে যাও। তখন মূর্তি (২) প্রতিবাদ করে বলে ওঠে যে অত্যাচার আমাদের এক করে দিয়েছে, এখন আর আলাদা হতে পারবো না। মূতি (২)এর এই উক্তি সঙ্ঘশক্তির কথা প্রকাশ করছে। অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়ন শোষিত মানুষকে ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলে; তখন ইচ্ছা করলেও তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য থাকে এই সঙ্ঘশক্তিকে ভেঙে দেয়া, কিন্তু শোষিত মানুষকে নিজেদের স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হয়। নেতার উদ্দেশ্যে মূর্তি-২ এ ধরনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রকাশ করেছে প্রতিবাদের সুর।

----------o----------

মানবণ্টন

পূর্ণমান - ১০০

ক. রচনামূলক- ৫০ নম্বর

গদ্য

১। ৫টি সাধারণ প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ২টির উত্তর দিতে হবে। ২×৬=১২

২। ৩টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৩=৩

৩। ৩টি উদ্ধৃতি থাকবে। যে কোনো ১টি উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করতে হবে। ১×৫=৫

কবিতা

১। ৩টি সাধারণ প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৭=৭

২। ৩টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৩=৩

৩। ৩টি উদ্ধৃতি থাকবে। যে কোনো ১টি উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করতে হবে। ১×৫=৫

সহপাঠ

উপন্যাস

১। ৩টি সাধারণ প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৪=৪

২। ৩টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৩=৩

নাটক

১। ৩টি সাধারণ প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৫=৫

২। ৩টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৩=৩

খ. নৈর্ব্যক্তিক - ৫০ নম্বর

বিশেষ দ্রষ্টব্য : নৈর্ব্যক্তিক অংশে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১ নম্বর করে নির্ধারিত। বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না।

১। গদ্যপাঠ থেকে মোট ২০টি প্রশ্ন থাকবে। ২০×১=২০

২। কবিতার পাঠ থেকে মোট ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ১৫×১=১৫

৩। সহপাঠ থেকে ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। এর মধ্যে নাটক থেকে ৮টি প্রশ্ন থাকবে এবং উপন্যাস থেকে ৭টি প্রশ্ন থাকবে। ৮×১=৮
৭×১=৭

মোট = ১০০

বাংলা প্রথম পত্র

পূর্ণমান : রচনামূলক ৫০ ও নৈব্যক্তিক ৫০

সময় ৩ ঘণ্টা

প্রথম অংশ : রচনামূলক

১। যে কোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দিন : ২×৬=১২

ক. রচনার শিল্পগুণ কি? রচনার দুটি শিল্পগুণ ব্যাখ্যা করুন।

খ. 'ছুটি' নামকরণ কতটুকু সার্থক আলোচনা করুন।

গ. 'বইপড়া' প্রবন্ধ অবলম্বনে লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. 'পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই' - লেখক কেন একথা বলেছেন?

ঙ. 'বীরশ্রেষ্ঠ' শব্দটির অর্থ কি? বাংলাদেশে কাদের, কি কারণে বীরশ্রেষ্ঠ নামকরণ করা হয়েছে?

২। যে কোনো ১টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উত্তর ১×৩=৩

ক. ইমাম হাসান কে? তাঁর পরিচয় দিন।

খ. মহেশের প্রতি গফুরের প্রীতির কারণ কি?

গ. 'এগুলো সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস' - কি প্রসঙ্গে, কেন বলা হয়েছে?

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন (যে কোনো ১টি) ১×৫=৫

ক. তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই।

খ. স্বদেশকে চেনে বলেই তারা বিশ্বকেও চিনতে পারে।

গ. বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়াই নারীর অন্ত-বাহির, মস্তিষ্ক-হৃদয় সবই দাসী হইয়া পড়িয়াছে।

৪। যে কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন ১×৭=৭

ক. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতা অবলম্বনে কবির স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দিন।

খ. 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় জাতীয় জীবনের নবচেতনার যে কথা বলা হয়েছে তার পরিচয় দিন।

গ. 'পল্লীবর্ষা' কবিতা অবলম্বনে বর্ষা প্রকৃতির বর্ণনা দিন।

৫। যে কোনো ১টি সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্নের উত্তর দিন ১×৩=৩

ক. কবি তাঁর জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলেছেন কেন?

খ. কবি বৃক্ষকে মৃত্তিকার বীর সন্তান বলেছেন কেন?

গ. সাত সাগরের মাঝি কে?

৬। ব্যাখ্যা লিখুন (যে কোনো ১টি) ১×৫=৫

ক. যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।

খ. আপনার পত্রপুষ্প পুটে, অনন্ত যৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

গ. দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।

৭। যে কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন ১×৪=৪

ক. মন্তু আর টুনির পরিচয় দিন।

খ. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোকে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবন কাহিনী বর্ণনা করুন।

গ. 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের সার্থকতা আলোচনা করুন।

৮। যে কোনো ১টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর দিন ১×৩=৩

ক. সামাজিক উপন্যাস বলতে কি বোঝায়?

খ. মন্তুর অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিন।

গ. জহির রায়হানের পরিচয় দিন।

৯। যে কোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন ১×৫=৫

ক. 'কবর' নাটকের নেতা চরিত্রটির পরিচয় দিন।

খ. 'কবর' নাটকের নামকরণ কতটুকু সার্থক?

গ. 'কবর' প্রতিবাদের নাটক' - আলোচনা করুন।

১০। যে কোনো ১টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উত্তর দিন ১×৩=৩

ক. মুর্দা ফকির কে?
খ. 'কবর' নাটকের দৃশ্যসজ্জা আলোচনা করুন।
গ. 'কবর' নাটকটি রচনার প্রেরণা কি ছিল?

দ্বিতীয় অংশ - নৈর্ব্যক্তিক

১১। ১০×১=১০

ক. এক কথায় উত্তর দিন :

১. রচনার শিল্পগুণ প্রবন্ধটি কে রচনা করেন?
২. ছুটি গল্পের নায়ক কে?
৩. প্রমথ চৌধুরীর মতে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কি?
৪. মহেশ কার নাম?
৫. 'জাগো গো ভগিনী' প্রবন্ধের লেখিকা কে?
৬. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
৭. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শখ কোনোটি?
৮. 'রক্তরাগ' কাব্যটি কে রচনা করেন?
৯. 'এ আমার শৈশবের নদী' কোনো কবিতার চরণ?
১০. 'দিনরাত এখানেই পড়ে থাকে,' কে?

খ. শূন্যস্থান পূরণ করুন : ১০×১=১০

১. শিক্ষিত লোকমাত্রই ----------।
২. ---------- রচনার বড় গুণ।
৩. জ্যোতির্ময় চন্দ্র বদনে ---------- রেখা পড়িয়াছে।
৪. পিড়ায় বসে ---------- খবর।
৫. পয়লা বৈশাখ থেকে বাংলা ---------- শুরু হয়।
৬. আজিকার রোদ ঘুমায়ে পড়িছে ঘোলাটে মেঘের ----------।
৭. এই শীতে, হ্যাঁএই শীতেই বিয়ে করে ---------- আনতে চায় মন্তু।
৮. জসীমউদ্দীনকে বলা হয় ----------।
৯. পঞ্চাঙ্ক নাটকই হচ্ছে ---------- নাটক।
১০. ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সুকান্ত ভট্টাচার্য ---------- জন্মগ্রহণ করেন।

গ. সঠিক উত্তরটি লিখুন : ১০×১=১০

১. ফটিক কার কাছে যাচ্ছিল?
ক. মায়ের কাছে খ. বাবার কাছে
গ. আত্মীয়ের কাছে ঘ. বন্ধুর কাছে

২. কোন কাব্যটি আব্দুল কাদিরের রচনা?
ক. চক্রবাক খ. কল্পনা
গ. সারা দুপুর ঘ. দিলরুবা

৩. ফররুখ আহমদের কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা কি?
ক. সাম্য ও মৈত্রী খ. পার্থিব জীবন
গ. ইসলামি আদর্শ ঘ. দরিদ্র মানবী

৪. "সংসার কাকে বলে সে বোঝে না" কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে?
ক. আমেনা খ. আম্বিয়া
গ. গণু মোল্লা ঘ. টুনি

৫. বউ মারায় আবুল-
ক. আনন্দ পায় খ. বেশ আনন্দ পায়
গ. পৈশাচিক আনন্দ পায় ঘ. অপার্থিব আনন্দ পায়

৬. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' কার রচনা?
ক. আসকার ইবনে শাইখ খ. মুনীর চৌধুরী
গ. নুরুল মোমেন ঘ. শওকত ওসমান

৭. কবর নাটকের চরিত্র কোনোটি?
ক. নবাব খ. ঝাড়ুদার
গ. মুর্দা ফকির ঘ. ডাক্তার

৮. দুর্মর কবিতার মূল বিষয় কি?
ক. অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খ. শ্রমিকের প্রতিবাদ
গ. অসচেতন চিন্তা ঘ. বাউল চেতনা

৯. 'কবর' নাটকের দৃশ্যগুলো কোথায় পরিকল্পিত?
ক. গ্রামে খ. থিয়েটার মঞ্চে
গ. বিরাট অট্টালিকায় ঘ. কবরস্থানে

ঘ. সত্য মিথ্যা নির্ণয় করুন ১০×১=১০

১. ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।
২. গফুর মাঝে মাঝে মহেশের সঙ্গে কথা বলত।
৩. 'বৃক্ষ' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত।
৪. হযরত উমরের সঙ্গে আযানের কোনো স্মৃতি জড়িত নেই।
৫. এই সমস্ত রূপকথা, পল্লীগাথা ছড়া প্রভৃতি দেশের আলো বাতাসের মতো সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি।
৬. কাজী নজরুল ইসলাম 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যটি রচনা করেন?
৭. বুড়ো মকবুল সুরত আলীর পুঁথি পাঠে বিরক্ত হয়।
৮. জয়যাত্রা কবিতাটি তরুণদের জন্য লিখিত।
৯. আম্বিয়ার গানের গলা বড় সুন্দর।
১০. তখত শব্দের অর্থ চেয়ার।

ঙ. মিল করুন ১০×১=১০

১. রবীন্দ্রনাথ	জনপ্রিয় অনুষ্ঠান
২. ধরি মাছ না ছুই পানি	ও সত্যবাদী
৩. ফোকলোর সোসাইটি	অবাধ সাঁতার
৪. হালখাতা	শান্তির হাটে গিয়েছিল
৫. হযরত উমর ছিলেন নির্ভীক	একটি প্রবাদ
৬. স্বাধীনতা তুমি/রোদেলা দুপুরে মধ্য পুকুরে গ্রাম্য মেয়ের	কার্পণ্য করেনি বুড়ো মকবুল গীতাঞ্জলি রচনা করেন
৭. একমাত্র মেয়ের বিয়ে তাই আয়োজনের কোনো	একটি সভা বা প্রতিষ্ঠানের নাম গার্ডের প্রবেশ
৮. মন্ত্র আর কাশেম নৌকা নিয়ে	লাশগুলো স্বাভাবিক মৃত্যুর ফল নয়।
৯. নীল কোর্তা পাজামা পরা	
১০. মুর্দা ফকির বুঝতে পেরেছে	

মানবন্টন

পূর্ণমাণ - ১০০

ক) রচনামূলক- ৫০ নম্বর

গদ্য

১। ৫টি সাধারণ প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ২টির উত্তর দিতে হবে। ২×৬=১২

২। ৩টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৩=৩

৩। ৩টি উদ্ধৃতি থাকবে। যে কোনো ১টি উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করতে হবে। ১×৫=৫

কবিতা

১। ৩টি সাধারণ প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৭=৭

২। ৩টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৩=৩

৩। ৩টি উদ্ধৃতি থাকবে। যে কোনো ১টি উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করতে হবে। ১×৫=৫

সহপাঠ

উপন্যাস

১। ৩টি সাধারণ প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৪=৪

২। ৩টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৩=৩

নাটক

১। ৩টি সাধারণ প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৫=৫

২। ৩টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে। ১×৩=৩

খ) নৈর্ব্যক্তিক - ৫০ নম্বর

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নৈর্ব্যক্তিক অংশে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১ নম্বর করে নির্ধারিত। বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না।

১। গদ্যপাঠ থেকে মোট ২০টি প্রশ্ন থাকবে। ২০×১=২০

২। কবিতার পাঠ থেকে মোট ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। ১৫×১=১৫

৩। সহপাঠ থেকে ১৫টি প্রশ্ন থাকবে। এর মধ্যে নাটক থেকে ৮টি প্রশ্ন থাকবে এবং উপন্যাস থেকে ৭টি প্রশ্ন থাকবে। ৮×১=৮

৭×১=৭

বাংলা প্রথম পত্র

পূর্ণমাণ রচনামূলক ৫০ ও নৈব্যক্তিক ৫০
সময় ৩ ঘন্টা

প্রথম অংশ - রচনামূলক

১। যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিন ২×৬=১২
ক) রচনার শিল্পগুণ কি? রচনার দুটি শিল্পগুণ ব্যাখ্যা করুন
খ) 'ছুটি' নামকরণ কতটুকু সার্থক আলোচনা করুন।
গ) 'বইপড়া' প্রবন্ধ অবলম্বনে লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) 'পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই' - লেখক কেন একথা বলেছেন?
ঙ) 'বীরশ্রেষ্ঠ' শব্দটির অর্থ কি? বাংলাদেশে কাদের, কি কারণে বীরশ্রেষ্ঠ নামকরণ করা হয়েছে?

২। যে কোন ১টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উত্তর ১×৩=৩
ক) ইমাম হাসান কে? তাঁর পরিচয় দিন।
খ) মহেশের প্রতি গফুরের প্রীতির কারণ কি?
গ) 'এগুলো সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস' - কি প্রসঙ্গে, কেন বলা হয়েছে?

৩। প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন (যে কোন ১টি) ১×৫=৫
ক) তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই।
খ) স্বদেশকে চেনে বলেই তারা বিশ্বকেও চিনতে পারে
গ) বহুকাল হইতে নারী হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়াই নারীর অন্ত-বাহির, মস্তিষ্ক-হৃদয় সবই দাসী হইয়া পড়িয়াছে।

৪। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন ১×৭=৭
ক) 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতা অবলম্বনে কবির স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দিন।
খ) 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় জাতীয় জীবনের নবচেতনার যে কথা বলা হয়েছে তার পরিচয় দিন।
গ) 'পল্লীবর্ষা' কবিতা অবলম্বনে বর্ষা প্রকৃতির বর্ণনা দিন।

৫। যে কোন ১টি সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্নের উত্তর দিন ১×৩=৩
ক) কবি তাঁর জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলেছেন কেন?
খ) কবি বৃক্ষকে মৃত্তিকার বীর সন্তান বলেছেন কেন?
গ) সাত সাগরের মাঝি কে?

৬। ব্যাখ্যা লিখুন (যে কোন ১টি) ১×৫=৫
ক) যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।
খ) আপনার পত্রপুষ্প পুটে, অনন্ত যৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।
গ) দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।

৭। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন

ক) মন্তু আর টুনির পরিচয় দিন।
খ) 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের আলোকে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জীবন কাহিনী বর্ণনা করুন।
গ) 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের সার্থকতা আলোচনা করুন।

৮। যে কোন ১টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর দিন ১×৩=৩
ক) সামাজিক উপন্যাস বলতে কি বোঝায়?
খ) মন্তুর অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিন
গ) জহির রায়হানের পরিচয় দিন।

৯। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিন ১×৫=৫
ক) কবর নাটকের নেতা চরিত্রটির পরিচয় দিন
খ) 'কবর' নাটকের নামকরণ কতটুকু সার্থক?
গ) 'কবর প্রতিবাদের নাটক' - আলোচনা করুন।

১০। যে কোন ১টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের উত্তর দিন ১×৩=৩
ক) মুর্দা ফকির কে?
খ) কবর নাটকের দৃশ্যসজ্জা আলোচনা করুন।
গ) কবর নাটকটি রচনার প্রেরণা কি ছিল?

দ্বিতীয় অংশ – নৈর্ব্যক্তিক

১১। ১০×১=১০

ক) এক কথায় উত্তর দিন

১) রচনার শিল্পগুণ প্রবন্ধটি কে রচনা করেন?
২) ছুটি গল্পের নায়ক কে?
৩) প্রমথ চৌধুরীর মতে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কি?
৪) মহেশ কার নাম?
৫) 'জাগো গো ভগিনী' প্রবন্ধের লেখিকা কে?
৬) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
৭) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শখ কোনটি?
৮) 'রক্তরাগ' কাব্যটি কে রচনা করেন?
৯) 'এ আমার শৈশবের নদী' কোন কবিতার চরণ?
১০) 'দিনরাত এখানেই পড়ে থাকে,' কে?

খ) শূন্যস্থান পূরণ করুন ১০×১=১০

১) শিক্ষিত লোকমাত্রই ----------।
২) ---------- রচনার বড় গুণ।
৩) জ্যোতির্ময় চন্দ্র বদনে ---------- রেখা পড়িয়াছে।
৪) পিড়ায় বসে ---------- খবর।
৫) পয়লা বৈশাখ থেকে বাংলা ---------- শুরু হয়।
৬) আজিকার রোদ ঘুমাযে পড়িছে ঘোলাটে মেঘের ----------।
৭) এই শীতে, হ্যাঁএই শীতেই বিয়ে করে ---------- আনতে চায় মন্ত।

৮) জসীমউদ্দীনকে বলা হয় ----------।
৯) পঞ্চাঙ্ক নাটকই হচ্ছে ---------- নাটক।
১০) ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে সুকান্ত ভট্টাচার্য ---------- জন্মগ্রহণ করেন।

গ) সঠিক উত্তরটি লিখুন ১০×১=১০

১) ফটিক কার কাছে যাচ্ছিল?
ক) মায়ের কাছে খ) বাবার কাছে
গ) আত্মীয়ের কাছে ঘ) বন্ধুর কাছে

২) কোন কাব্যটি আব্দুল কাদিরের রচনা?
ক) চক্রবাক খ) কল্পনা
গ) সারা দুপুর ঘ) দিলরুবা

৩) ফররুখ আহমদের কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা কি?
ক) সাম্য ও মৈত্রী খ) পার্থিব জীবন
গ) ইসলামি আদর্শ ঘ) দরিদ্র মানবী

৪) "সংসার কাকে বলে সে বোঝে না" কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে?
ক) আমেনা খ) আম্বিয়া
গ) গণু মোল্লা ঘ) টুনি

৫) বউ মারায় আবুল-
ক) আনন্দ পায় খ) বেশ আনন্দ পায়
গ) পৈশাচিক আনন্দ পায় ঘ) অপার্থিব আনন্দ পায়

৬) 'রক্তাক্ত প্রান্তর' কার রচনা?
ক) আসকার ইবনে শাইখ খ) মুনীর চৌধুরী
গ) নুরুল মোমেন ঘ) শওকত ওসমান

৭) কবর নাটকের চরিত্র কোনটি?
ক) নবাব খ) ঝাড়ুদার
গ) মুর্দা ফকির ঘ) ডাক্তার

৮) দুর্মর কবিতার মূলবিষয় কি?
ক) অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খ) শ্রমিকের প্রতিবাদ
গ) অসচেতন চিন্তা ঘ) বাউল চেতনা

৯) 'কবর' নাটকের দৃশ্যগুলি কোথায় পরিকল্পিত?
ক) গ্রামে খ) থিয়েটার মঞ্চে
গ) বিরাট অট্টালিকায় ঘ) কবরস্থানে

ঘ) সত্য মিথ্যা নির্ণয় করুন ১০×১=১০

১) ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।
২) গফুর মাঝে মাঝে মহেশের সঙ্গে কথা বলত।
৩) 'বৃক্ষ' কবিতাটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত।
৪) হযরত উমরের সঙ্গে আযানের কোন স্মৃতি জড়িত নেই।
৫) এই সমস্ত রূপকথা, পল্লীগাথা ছড়া প্রভৃতি দেশের আলো বাতাসের মত সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি।
৬) কাজী নজরুল ইসলাম 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যটি রচনা করেন?

৭) বুড়ো মকবুল সুরত আলীর পুঁথি পাঠে বিরক্ত হয়।
৮) জয়যাত্রা কবিতাটি তরুণদের জন্য লিখিত।
৯) আম্বিয়ার গানের গলা বড় সুন্দর।
১০) তখত শব্দের অর্থ চেয়ার।

ঙ) মিল করুন ১০×১=১০

১) রবীন্দ্রনাথ	জনপ্রিয় অনুষ্ঠান
২) ধরি মাছ না ছুই পানি	ও সত্যবাদী
৩) ফোকলোর সোসাইটি	অবাধ সাঁতার
৪) হালখাতা	শান্তির হাটে গিয়েছিল
৫) হযরত উমর ছিলেন নির্ভীক	একটি প্রবাদ
৬) স্বাধীনতা তুমি/রোদেলা দুপুরে মধ্য পুকুরে গ্রাম্য মেয়ের	কার্পণ্য করেনি বুড়ো মকবুল
	গীতাঞ্জলি রচনা করেন
৭) একমাত্র মেয়ের বিয়ে তাই আয়োজনের কোন	একটি সভা বা প্রতিষ্ঠানের নাম
	গার্ডের প্রবেশ
৮) মন্তু আর কাশেম নৌকা নিয়ে	লাশগুলো স্বাভাবিক মৃত্যুর ফল নয়।
৯) নীল কোর্তা পাজামা পরা	
১০) মুর্দা ফকির বুঝতে পেরেছে	

৪। যীশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন কার কাছে?
ক) সাধু পিতরের কাছে খ) ভাববাদী যিশাইয়ের কাছে
গ) দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে ঘ) সখরিয়ের কাছে

৫। যীশু কোথায় দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন?
ক) গালীল হ্রদে খ) যর্দন নদীতে
গ) ভূমধ্যসাগরের জলে ঘ) জেরুজালেম মন্দিরে

৬। শয়তান যীশুকে কতবার প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করেছিল?
ক) দশবার খ) তিনবার
গ) তিনদিন ঘ) সাতবার

৭। ঈশ্বর যীশুকে কার কাছে মঙ্গলবাণী প্রচার করতে পাঠিয়েছেন?
ক) দীনদারিদ্র্যের কাছে খ) শাস্ত্রীদের কাছে
গ) ধনী ও সম্পদশালীদের কাছে ঘ) সমাজগৃহের কর্মচারীদের কাছে।

৮। কান্না নগরের আশ্চর্য কাজ দেখে যীশুর শিষ্যেরা কি করলেন?
ক) তার উপর শ্রদ্ধাশীল হলেন খ) তাঁকে মান্য করতে আরম্ভ করলেন
গ) তাঁর উপর বিশ্বাস করলেন ঘ) সমাজগৃহের কর্মচারীদের কাছে।

৯। যীশু কতজন শিষ্যকে প্রেরিতপদে নিয়োগ করেছিলেন?

ক) ৭২ জন খ) ১২ জন
গ) ১০ জন ঘ) ১৫ জন

১০। যীশু বাহাত্তর জন শিষ্যকে কি কাজে পাঠিয়েছিলেন?
ক) মঙ্গলবাণী প্রচার ও মানুষের মঙ্গল কাজে
খ) মাছ ধরার জন্য
গ) বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার জন্য
ঘ) আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়ে মানুষকে চমক লাগানোর জন্য।

১১। পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার কার আছে?
ক) যীশুর শিষ্যদের খ) ধার্মিক লোকদের
গ) মানবপুত্রের ঘ) স্বর্গদূতের

১২। "হ্যাঁ প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, জগতে যার আসবার কথা আছে আপনিই সেই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র"- এটা কার উক্তি?
ক) মরিয়ম খ) মার্থা
গ) যীশু ঘ) শিষ্যদের একজন

১৩। যীশু কয়টি রুটি ও মাছ দিয়ে লোকদের খাইয়েছিলেন?
ক) ৬টি রুটি ও ৩টি মাছ খ) ৫টি রুটি ও ২টি মাছ
গ) ২টি রুটি ও ২টি মাছ ঘ) ৩টি রুটি ও ৩টি মাছ

১৪। স্বর্গরাজ্য কাদের জন্য?
ক) অন্তরে দীন ও নির্যাতিত যারা খ) আনন্দ ও উল্লাস করে যারা
গ) বিনয়ী ও কোমলপ্রাণ যারা ঘ) যীশুর শিষ্য যারা

১৫। কেউ অন্যায় করলে যীশু কতবার তাকে ক্ষমা করতে বলেন?
ক) সাতবার খ) সত্তরগুণ সাতবার
গ) সাতশো গুণ সতের বার ঘ) একশো সত্তর বার

১৬। যে কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার দৃষ্টি নিয়ে তাকায় সে কি করে?
ক) অশ্লীল আচরণ করে খ) সামাজিক আইন ভঙ্গ করে
গ) বেহায়াপনা করে ঘ) মনে মনে ব্যভিচার করে

১৭। শত্রুকে যীশু কি করতে বলেন?
ক) ঘৃণা করতে খ) প্রতিশোধ নিতে
গ) ভালবাসাতে ঘ) হিংসা করতে

১৮। যীশু কোথায় গিয়ে প্রার্থনা করতে বলেন?
ক) সমাজগৃহে খ) নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে
গ) চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘ) বনে-জঙ্গলে গিয়ে

১৯। যীশুর দেয়া প্রথম প্রধান আদেশ কোনটি?
ক) নিজেকে ভালবাসা খ) পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা

গ) গুরুজনদের সম্মান দেখানো ঘ) মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা

২০। যীশুর দেয়া দ্বিতীয় প্রধান আদেশ কোনটি?
ক) শত্রুকে ভালবাসা খ) প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা
গ) দশ আজ্ঞা মেনে চলা ঘ) মন্ডলীর নিয়ম মান্য করা

২১। যীশুর শিষ্যদের কখন প্রার্থনা করা উচিত?
ক) সকালে খ) সন্ধ্যায়
গ) সকালে ও বিকালে ঘ) সর্বদা

২২। স্বর্গে যাবার পথ কেমন?
ক) প্রশস্ত খ) দীর্ঘ
গ) সংকীর্ণ ঘ) দুর্গম

২৩। ঈশ্বরের রাজ্যের গোপন সত্যগুলো কাদের জানতে দেয়া হয়েছে?
ক) জনসাধারণকে খ) যিহুদীদেরকে
গ) শিষ্যদেরকে ঘ) বিজাতীয়দেরকে

২৪। হারানো ছেলেটি ফিরে এলে বাবা কি করেছিলেন?
ক) জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন খ) রাগে ফেটে পড়লেন
গ) দরজা বন্ধ করে দিলেন ঘ) বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন

২৫। শেষ বিচারের দিনে যীশু তাঁর সঙ্গে কাদের নিয়ে আসবেন?
ক) স্বর্গদূতদের খ) মানুষদের
গ) সাধুসন্তদের ঘ) ভাববাদীদের

২৬। দিব্য রূপান্তরের সময় যীশুর মুখ কেমন হয়েছিল?
ক) দুঃখভারাক্রান্ত খ) সূর্যের মত উজ্জ্বল
গ) চন্দ্রালোকের ন্যায় স্নিগ্ধ ধ) আলোর মত সাদা

২৭। মৃত্যুর আগে যীশু শিষ্যদের নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?
ক) কালভারী পর্বতে খ) বেথলেহেমে
গ) জেরুজালেমে ঘ) বেথানিয়াতে

২৮। গেৎসিমানী বাগানে পিতার কাছে প্রভু যীশুর প্রার্থনা কি ছিল?
ক) আমার ইচ্ছা ও পিতার ইচ্ছা এক না হোক
খ) আমার ইচ্ছার সঙ্গে পিতার ইচ্ছার মিলে যাক
গ) আমার ইচ্ছামত না হোক, পিতার ইচ্ছামত হোক
ঘ) পিতার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন, পৃথিবীতে তেমনি হোক

২৯। যীশুকে তিনবার অস্বীকার করার পর পিতার কেন অঝোরে কেঁদেছিলেন?
ক) অনুতাপের কারণে খ) লজ্জার কারণে
গ) ব্যথিত হয়ে ঘ) ভাবাবিষ্ট হয়ে

৩০। যীশুর সময়ে কে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে পারতেন?
ক) ইহুদী নেতারা খ) জনসাধারণ
গ) রোম সরকার ঘ) ধর্মশিক্ষকেরা

৩১। কে যীশুর দেহ কবরে রেখেছিলেন?
ক) যীশুর এগারো জন শিষ্যের একজন খ) মগ্দলিনী মরিয়ম
গ) আরিমাথিয়ার যোসেফ ঘ) সৈনিকেরা

৩২। যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠার পর কে তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন?
ক) পিতর খ) যাকোব ও যোশীর মা
গ) মগ্দলিনী মরিয়ম ঘ) শালোমী

৩৩। মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠার পর প্রভু যীশু এগারো জন শিষ্যকে কি বলেছিলেন?
ক) আমার পশ্চাদ্গামী হও
খ) মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাক
গ) পৃথিবীর সব জায়গায় যাও এবং ঈশ্বরের দেয়া সুখবর প্রচার কর
ঘ) আমার পুনরাগমন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাক

৩৪। স্বর্গস্থ পিতার প্রতিজ্ঞা- করা দানটি কি ছিল?
ক) প্রভু যীশুর আগমন খ) পবিত্র আত্মার আগমন
গ) ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন ঘ) প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমন

৩৫। পিতার প্রতিজ্ঞা- করা দান পেলে পর শিষ্যেরা পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কি হবেন?
ক) সাক্ষী হবে খ) ভ্রমণ করবেন
গ) কাজ করবেন ঘ) বসবাস করবেন

৩৬। পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিত শিষ্যেরা কোথায় ছিলেন?
ক) নাজারেথ শহরের এক বাড়িতে খ) জেরুজালেমের একটি বাড়িতে
গ) বেথলেহেম শহরের গোশালায় ঘ) জৈতুন পর্বতের ঠিক পাদদেশে

৩৭। আদিমন্ডলীর জীবন প্রণালী কেমন ছিল?
ক) তাদের জীবন প্রণালী ছিল সাধারণ
খ) তারা একত্রে বসবাস, খাওয়া-দাওয়া ও প্রার্থনা করত
গ) তারা পুরোহিতদের মত জীবন যাপন করত
ঘ) তারা বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করত

৩৮। স্তিফানকে যখন যিহুদী নেতারা পাথর মারছিল তখন তিনি প্রার্থনা করে কি বললেন?
ক) প্রভু, আমাকে রক্ষা কর
খ) প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর
গ) প্রভু, আমাকে কষ্ট সহ্য করার ধৈর্য ও সাহস দাও
ঘ) প্রভু, আমাকে বাঁচাও

৩৯। শৌল দাম্মেশক যাচ্ছিলেন যাতে তিনি
ক) খ্রিষ্ট বিশ্বাসীদের মেরে ফেলতে পারেন

খ) যারা যীশুর পথে চলে তাদের বেঁধে জেরুশালেমে আনতে পারে
গ) খ্রিষ্টধর্ম প্রচার বন্ধ করতে পারেন
ঘ) খ্রিষ্ট বিশ্বাসীদেরকে ক্রীতদাস বানাতে পারেন

৪০। কর্ণেলিয়ের বাড়িতে এসে পিতর বুঝতে পারলেন যে
ক) ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান খ) ঈশ্বরের চোখে যিহুদীরা বড়
গ) ঈশ্বরের চোখে অযিহুদীরা ছোট ঘ) ঈশ্বরের চোখে কেউ বড় এবং কেউ ছোট

৪১। খ্রিষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন কিসের জন্যে?
ক) স্বাধীনতাকে ব্যবহার করার জন্য খ) স্বাধীন থাকার জন্য
গ) স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার জন্য ঘ) স্বাধীনতার স্বীকৃতি পাবার জন্য

৪২। নিচের কোনটি পাপ-স্বভাবের ফল?
ক) আনন্দ খ) প্রেম
গ) শান্তি ঘ) দলাদলি

৪৩। ঈশ্বরের থাকবার ঘর কিরূপ হবে?
ক) ইট পাথর ও বালুর তৈরি খ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
গ) পবিত্র ঘ) পরিষ্কার ও পবিত্র

৪৪। মন্ডলীর মস্তক কে?
ক) পোপ খ) যাজক
গ) খ্রিষ্ট ঘ) পিতামাতা

৪৫। মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের কিভাবে মানুষ করে তুলবে?
ক) স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখিয়ে খ) প্রভুর শাসন ও শিক্ষায়
গ) নিয়ম-শৃঙ্খলা শিখিয়ে ঘ) আদর যত্ন দিয়ে

৪৬। আমরা যখন ক্ষুদ্রতম ভাইদের প্রতি দয়ার কাজ করি তখন প্রকৃতপক্ষে তা কার প্রতি দয়া করি?
ক) গরীব দুঃখীর প্রতি খ) শোষিত নির্যাতিতদের প্রতি
গ) যীশুর প্রতি ঘ) কারাগারে বন্দীদের প্রতি

৪৭। বাংলাদেশের কোন মন্ডলী সবচেয়ে পুরনো?
ক) ফাদার উইলিয়াম খ) লুথেরাম
গ) ব্যাপ্টিষ্ট ঘ) রোমান কাথলিক

৪৮। বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম মিশনারী শহীদ কে?
ক) ফাদার উইলিয়াম ইভান্স খ) দোম আন্তোনিও
গ) ফাদার দোমিঙ্গো দ্যাসুজা ঘ) ফাদার ফ্রান্সিসকো ফার্ণান্দেজ

৪৯। বাংলাদেশে কাথলিক মন্ডলী কয়টি ধর্ম প্রদেশে বিভক্ত?
ক) পাঁচটি খ) চারটি
গ) আটটি ঘ) ছয়টি

৫০। যীশুর প্রেরণ কাজের অনুকরণে মন্ডলীর কাজকে কিভাবে দেখা হয়?
ক) ঐশরাজ্যের সুখবর ঘোষণা, শিক্ষাদান ও নিরাময়
খ) প্রশাসন, শিক্ষকতা ও ধর্মপ্রচার
গ) সেবাদান, শিক্ষাদান ও সমাজ উন্নয়ন
ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা, কারিগরী শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক গঠন।

নমুনা প্রশ্ন

বিষয় : খ্রিষ্ট ধর্ম শিক্ষা

রচনামূলক অংশ

পূর্ণমান - ৫০ **সময় - ২ ঘণ্টা**

[বিঃ দ্রঃ ডান পাশ্বের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক]

১। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ ১×৪=৪

ক) মারীয়ার কাছে দূত সংবাদের ঘটনাটি গল্পকারে লিখুন।

খ) যীশুর জন্ম কোথায় কিভাবে হয়েছিল- বর্ণনা করুন।

গ) বালক যীশুর জেরুজালেমে যাবার ঘটনাটি বর্ণনা করুন।

২। যে কোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ- ৮×৩=২৪

ক) দীক্ষাগুরু যোহনের প্রচারকার্য বর্ণনা করুন।

খ) যীশুর শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হবার ঘটনাটির সারমর্ম লিখুন।

গ) মৃত লাজারকে যীশু কিভাবে জীবন দান করেছিলেন তা বর্ণনা করুন।

ঘ) ক্ষমার বিষয়ে যীশু কি শিক্ষা দেন তা বিস্তারিত লিখুন।

ঙ) যীশু প্রার্থনার বিষয়ে কি শিক্ষা দেন তা বিস্তারিত লিখুন।

চ) যীশুর দেওয়া প্রধান দু'টি আদেশ কি ছিল? ব্যাখ্যাসহ লিখুন।

৩। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন ঃ- ৬×১=৬

ক) যীশুর দিব্যরূপান্তরের সময় কে কে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন? ঘটনাটি বর্ণনা করুন।

খ) গেৎসিমানী বাগানে যীশুর মনের অবস্থা কেমন ছিল এবং তিনি তিনবার কি প্রার্থনা করেছিলেন?

গ) প্রভু যীশু তার পুনরুত্থারে পরে এগারোজন শিষ্যকে কখন, কোথায় দেখা দিলেন এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে কি বললেন ও আদেশ দিলেন?

৪। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিন ঃ- ৬×১=৬

ক) আদি মন্ডলীতে খ্রিষ্টানদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

খ) শৌলের মন পরিবর্তনের কাহিনীটি নিজের ভাষায় বর্ণা করুন।

গ) কর্ণীলিয়ের বাড়ীতে পিতর যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারমর্ম লিখুন।

৫। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন ঃ- ৫×১=৫

ক) মাদকাসক্তির কু-ফল সম্পর্কে নিজের কথায় লিখুন।

খ) প্রকৃত স্বাধীনতা কিভাবে অর্জন করা যায় তা বিস্তারিতভাবে লিখুন।

গ) পাপ-স্বভাবের কাজগুলো কি কি? বর্ণনা করুন।

৬। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন ঃ- ৫×১=৫

ক) বাংলাদেশে রোমা কাথলিক মন্ডলীর কখন, কোথায় ও কিভাবে শুরু হয়? বিস্তারিত লিখুন।

খ) বাংলাদেশে কখন কোথায় প্রথম গির্জাঘর স্থাপিত হয় এবং কে এই গির্জাঘর স্থাপন করেন?

গ) বাংলাদেশে ডঃ উইলিয়াম কেরীর খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও অবদান সম্বন্ধে নিজের ভাষায় লিখুন।

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

বিষয় কোড SSC 1608

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদিগকে বাস্তবমুখী করে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ধর্ম হচ্ছে আদর্শ নৈতিক জীবন গঠনের মূল ভিত্তি। চরিত্র গঠন, সহনশীলতা প্রদর্শন, সংযম শিক্ষা, সৎ পথে উদ্বুদ্ধকরণ, ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা। মৌলিক চিন্তার বিকাশ ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্মীয় উপদেশগুলো অত্যন্ত ফলপ্রসু। ধর্মীয় চেতনা, ধর্মের উপদেশ অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে এবং তাদেরকে সৎ, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, দেশপ্রেমিক ও আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে গড়ে তোলার পথ-নির্দেশ করে। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা এ সব ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে এতে কোন সন্দেহ নেই।

উদ্দেশ্য

১। বুদ্ধের মৈত্রী ও সাম্যবাদ সম্পর্কে অবগত হওয়া।
২। বুদ্ধও রোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সমর্থ হওয়া।
৩। ত্রিপিটক সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সমর্থ হওয়া।
৪। নিয়মিত বন্দনার অভ্যাস গড়ে তোলা।
৫। শীল পালনের দ্বারা নৈতিক জীবন গড়ে তোলা ও সংযমী হওয়া।
৬। দানের মাধ্যমে পরহিতে আত্মনিয়োগ করা।
৭। প্রব্রজিত জীবনের সুফল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
৮। সৎকর্ম সম্পাদন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন গঠনে ব্রতী হওয়া।
৯। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
১০। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ স্পর্কে ধারণা লাভ করা।
১১। সুকর্মের সুফল ও কুকর্মের কুফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
১২। নির্বাণ সম্পর্কে অবগত হওয়া।
১৩। পরিবার ও সমাজ উন্নয়নে সচেতন হওয়া।
১৪। কল্যাণকর উপদেশ অনুসরণে ব্রতী হওয়া।
১৫। মহাপুরুষের জীবনাদর্শ অনুসরণে আগ্রহী হওয়া।
১৬। ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজ ও শ্রেষ্ঠীদের কার্যাবলী অবহিত হওয়া।
১৭। তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণে উৎসাহিত হওয়া।
১৮। ত্রিপিটক সংকলনের ইতিহাস অবহিত হওয়া।
১৯। বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি ও অবদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সমর্থ হওয়া।

বিষয়বস্তু

ক. ১. মহাকারুণিক বুদ্ধ
২. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব
৩. ত্রিপিটক

খ. ১. বন্দনা
২. শীল
৩. দান

গ. ১. উৎসব ও পার্বণ
২. সূত্র সংগ্রহ

ঘ. ১. চতুরার্য সত্য
২. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ
৩. বৌদ্ধ কর্মবাদ
৪. নির্বাণ

ঙ. ১. বৌদ্ধ নীতিমালা
২. জাতক
৩. চরিতমালা
৪. অট্ঠকথা

চ. ১. তীর্থস্থান
২. ঐতিহাসিক স্থান
৩.সংগীতি
৪. বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস

মানবন্টন

বিষয় ঃ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

পূর্ণমান- ১০০

নৈর্ব্যক্তিক	-	৫০
রচনামূলক	-	৫০
		মোট=১০০

নৈর্ব্যক্তিক অংশ - ৫০

সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন

ক.	মহাকারুণিক বুদ্ধ, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব এবং ত্রিপিটক। ১০টি প্রশ্ন থাকবে।	১×১০=১০
খ.	বন্দনা, শীল ও দান। ৫টি প্রশ্ন থাকবে।	১×৫=৫
গ.	উৎসব ও পার্বণ এবং সূত্র সংগ্রহ। ৫টি প্রশ্ন থাকবে।	১×৫=৫
ঘ.	চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, বৌদ্ধ কর্মবাদ ও নির্বাণ। ১০টি প্রশ্ন থাকবে।	১×১০=১০
ঙ.	বৌদ্ধ নীতিমালা, জাতক, চরিতমালা ও অট্ঠকথা। ১০টি প্রশ্ন থাকবে।	১×১০=১০
চ.	তীর্থস্থান, ঐতিহাসিক স্থান, সঙ্গীতি ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস। ১০টি প্রশ্ন থাকবে।	১×১০=১০
		মোট = ৫০

২. রচনামূলক প্রশ্ন - ৫০

ক.	মহাকারুণিক বুদ্ধ, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব এবং ত্রিপিটক। ৩টি প্রশ্ন থাকবে যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১×৭=৭
খ.	বন্দনা, শীল ও দান। ৩টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১×৬=৬
গ.	উৎসব ও পার্বণ এবং সূত্র সংগ্রহ। ৩টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১×৬=৬
ঘ.	চতুরার্য সত্য, আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ, বৌদ্ধ কর্মবাদ ও নির্বাণ। ৩টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	১×৭=৭
ঙ.	বৌদ্ধ নীতিমালা, জাতক, চরিতমালা ও অট্ঠকথা। ৪টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোন ২টির উত্তর দিতে হবে।	২×৬=১২
চ.	তীর্থস্থান, ঐতিহাসিক স্থান, সংগীতি ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস। ৪টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	২×৬=১২
		মোট = ৫০

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

পূর্ণমান ৫০

সময় ৫০ মিনিট

নৈর্ব্যক্তিক অংশ

প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন। প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১ (এক)

১। কপিলাবস্তু কোন্ রাজ্যের রাজধানী ছিল?

ক. শাক্য　　খ.ক্ষত্রিয়

গ. সূর্য　　ঘ. চন্দ্র

২। কোন তিথিতে বোধিসত্ত্ব ভূমিষ্ঠ হন?

ক. মাঘী পূর্ণিমা　　খ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা

গ. আশ্বিনী পূর্ণিমা　　ঘ. বৈশাখি পূর্ণিমা

৩। সিদ্ধার্থ কয় প্রকার শিল্পনৈপুন্যে পারদির্শতা প্রদর্শন করেন?

ক. একাদশ প্রকার　　খ. দ্বাদশ প্রকার

গ. ত্রয়োদশ প্রকার　　ঘ. চতুর্দশ প্রকার

৪। সিদ্ধার্থ কত বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন?

ক. ঊনিশ বছর　　খ. ঊনত্রিশ বছর

গ. ঊনচল্লিশ বছর　　ঘ. ঊনপঞ্চাশ বছর

৫। মগধরাজ বিম্বিসার সিদ্ধার্থের সাথে কোথায় সাক্ষাৎ করেন?

ক. রাজগৃহে　　খ. কাশীতে

গ. কোশলে　　ঘ. সারনাথে

৬। বুদ্ধ প্রথম বর্ষা কোথায় যাপন করেন?

ক. রাজগৃহে　　খ. সারনাথে

গ. শাক্যরাজ্যে　　ঘ. লুম্বিনীতে

৭। জগতে কোন বুদ্ধের আবির্ভাব দুর্লভ?

ক. শাবক বুদ্ধের　　খ. প্রত্যেক বুদ্ধের

গ. সম্যক সম্বুদ্ধের　　ঘ. দীপংকর বুদ্ধের

৮। পুনর্জন্মের কারণ কি?

ক. তৃষ্ণা　　খ. মোহ

গ. দুঃখ　　ঘ. সুখ

৯। ত্রিপিটক কয়ভাগে বিভক্ত?

ক. একভাগে　　খ. দুভাগে

গ. তিন ভাগে　　ঘ. চারভাগে

১০। বিনয় শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?
ক. শীল পালন খ. ধর্মাচরণ
গ. পাপ বর্জন ঘ. সংযত আচরণ

১১। ত্রিরত্ন কি কি?
ক. বুদ্ধ, ভিক্ষু, ধর্ম খ. বুদ্ধ, সংঘ ও উপাসক
গ. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ ঘ. ধর্ম, সংঘ ও উপাসক

১২।বুদ্ধের কয়টি গুণ?
ক. ছয়টি খ. নয়টি
গ. সাতটি ঘ. আটটি

১৩।পঞ্চশীল প্রার্থনা কয় বার করতে হয়?
ক. দুবার খ. তিনবার
গ. চারবার ঘ. পাঁচবার

১৪।চরিত্র ভেদে দাতা কয় প্রকার?
ক. পাঁচ প্রকার খ. চার প্রকার
গ. তিন প্রকার ঘ. দুপ্রকার

১৫।দাতা ও গ্রহীতা ভেদে দানের সুফলের কয়টি তারতম্য দেখা যায়?
ক. দুটি খ. চারটি
গ. ছয়টি ঘ. আটটি

১৬।বর্ষাব্রত যাপনের সময় কত?
ক. একমাস খ. দুমাস
গ. তিনমাস ঘ. চারমাস

১৭।উপোসথ শব্দের অর্থ কি?
ক. উপসথ খ. উপবাস
গ. উপবসথ ঘ. উল্লাস

১৮।কমপক্ষে কত বয়সের ছেলেকে প্রব্রজিত করা বিধেয়?
ক. নয় বছর খ. আট বছর
গ. ছয় বছর ঘ. সাত বছর

১৯।'মৈত্রী' শব্দের অর্থ কি?
ক. শত্রুতা খ. ভালবাসা
গ. প্রীতি ঘ. বন্ধুত্ব

২০। সর্বজীবের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণের কথা কোথায় বলা হয়েছে?
ক. মঙ্গল সূত্রে খ. করণীয় মেত্ত সূত্রে
গ. বুদ্ধ বন্দনায় ঘ. সংঘ বন্দনায়

২১।আর্যসত্য কয়টি?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি
২২। প্রথম আর্যসত্য কোন্‌টি?
ক সুখ খ. মোহ
গ. দুঃখ ঘ. চেতনা
২৩। দুঃখ নিরোধের অপর নাম কি?
ক. কার্য-কারণ খ. অষ্টাঙ্গিক মার্গ
গ. একাগ্রতা ঘ. নির্বাণ
২৪। চিত্তের একাগ্রতা লতে কোনটিকে বোঝায়?
ক. স্মৃতি খ. চেতনা
গ. সমাধি ঘ. পরিধি
২৫। ভগবান বুদ্ধের অভিনব আবিষ্কার কি?
ক. দুঃখ আর্যসত্য খ. নির্বাণ
গ. চতুরার্য সত্য ঘ. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ
২৬। কর্মের উৎপত্তি স্থল কোনটি?
ক. কায় খ. বাক্য
গ. চিত্ত ঘ. ইন্দ্রিয়
২৭। জীবন কিরূপ?
ক. কর্মময় খ. দুঃখময়
গ. যন্ত্রণাময় ঘ. আনন্দময়
২৮। কর্মের কয়টি দ্বার?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি
২৯। নির্বাণ কয় প্রকার?
ক. চার প্রকার খ. দু প্রকার
গ. ছয় প্রকার ঘ. আট প্রকার
৩০। অনুপাদিসেস নির্বাণ কখন লাভ হয়?
ক. দেহ ধারণের পর খ. দেহ উদ্ধারের পর
গ. দেহ ত্যাগের পর ঘ. দেহ বিসর্জনের পর
৩১।শিবিরাজার উপখ্যান কোন মহাকাব্যে সংকলিত হয়েছে?
ক. রামায়ণে খ. মহাভারতে
গ. মহাশ্মশানে ঘ. ইলিয়াতে

৩২। বলিদানের পাপে ছাগল কত বার জন্ম নিয়েছিল?
ক. ৩৩৩ বার খ. ৭৭০ বার
গ. ৫০০ বার ঘ. ৪৯৯ বার

৩৩। কার অগোচরে ব্রাহ্মণ কাহণ চুরি করেছিল?
ক. রাজার খ. সেনাপতির
গ. প্রধানমন্ত্রীর ঘ. ধনপালের

৩৪। ক্রোধকে অক্রোধ দিয়ে, অসাধুকে সাধুতা দিয়ে জয় করতেন কে?
ক. কৌশাম্বীর রাজা খ. শ্রাবস্তীর রাজা
গ. বারাণসীর রাজা ঘ. কোশল রাজা

৩৫। থের-থেরী কাঁদেরকে বলা হয়?
ক. সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীকে খ. নর-নারীকে
গ. ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে ঘ. ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীকে

৩৬। ক্ষেমা কোন্ রাজার সহধর্মিনী ছিলেন?
ক. রাজা বিম্বিসার খ. রাজা প্রসেনাজিত
গ. রাজা প্রদ্যোৎ ঘ. রাজা বিক্রমাদিত্য

৩৭। বিশাখার পিতার নাম কি?
ক. মিগার শ্রেষ্ঠী খ. পূণ্যবর্ধন
গ. ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ঘ. মেশুক শ্রেষ্ঠী

৩৮। কোন্ জীবন মেঘমুক্ত আকাশের মত?
ক. গার্হস্থ্য জীবন খ. শ্রামণ্য জীবন
গ. ব্রাহ্মণ্য জীবন ঘ. ব্রহ্মচর্য জীবন

৩৯। রাজা বিম্বিসারকে কারারুদ্ধ করে কে সিংহাসনে বসেন?
ক. প্রসেনজিত খ. বৈদেহি
গ. ক্ষেমা ঘ. অজাতশত্রু

৪০। প্রসেনজিত কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?
ক. মগধ খ. কোশল
গ. কাশী ঘ. শ্রাবস্তী

৪১। 'তীর্থ' শব্দের অর্থ কি?
ক. পূণ্যস্থান খ. ভ্রমণের স্থান
গ. আমোদের স্থান ঘ. দর্শনের স্থান

৪২। লুম্বিনী কোন্ দেশে অবস্থিত?
ক. ভারতে খ. নেপালে
গ. চীনে ঘ. তিব্বতে

৪৩। মহামায়ার পিত্রালয় কোন গ্রামে?
ক. পররিয়া গ্রামে খ. দেবদহ গ্রামে
গ. কাশী গ্রামে ঘ. উজ্জয়িনী গ্রামে
৪৪। বুদ্ধগয়া কোন্ নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. গঙ্গা খ. অচিরবতী
গ. স্বরস্বতী ঘ. ফল্গু
৪৫। পাহাড়পুর বিহারের আসল নাম
ক. বিক্রমশালা খ. সোমপুর বিহার
গ. নালন্দা বিহার ঘ. শালবন বিহার
৪৬। শালবন বিহারে প্রাপ্ত শিল্পকলা কোন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন?
ক. সপ্তম শতাব্দী খ. অষ্টম শতাব্দী
গ. নবম শতাব্দী ঘ. ষষ্ঠ শতাব্দী
৪৭। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়টি বিষয় অধীত হত?
ক. আট খ. নয়
গ. দশ ঘ. এগারো
৪৮। 'দুল্বা' কাদের বিনয় পিটকের নাম?
ক. মহাযানীদের খ. থেরবাদীদের
গ. হীনযানীদের ঘ. ধর্মগোত্রীয়দের
৪৯। প্রথম সংগীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক. বৈশালী খ. রাজগৃহ
গ. পাটলিপুত্র ঘ. শ্রাবস্তী
৫০। পার্বত্য বৌদ্ধদের অধিবাসীরা কোথাকার অধিবাসী?
ক. মঙ্গোলিয়া খ. চীন
গ. তিব্বত খ. আরাকান

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

পূর্ণমান ৫০

সময় ২ ঘন্টা

রচনামূলক

[বি:দ্র: ডান পার্শ্বের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপন।]

১। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিন ৭×১=৭

ক. সিদ্ধার্থ গৌতমের বাল্যজীবন সম্পর্কে লিখুন

খ. বুদ্ধ ওবোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

গ. বিনয় বলতে কি বুঝেন? বিনয় পিটকের লক্ষ্য ও শিক্ষা বুঝিয়ে লিখুন।

২। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিন ৬×১=৬

ক. ত্রিরত্ন বন্দনার উপযোগিতা ও নিয়মাবলী সংক্ষেপে লিখুন।

খ. পঞ্চশীল কাকে বলে? পঞ্চশীল প্রার্থনা কিভাবে করতে হয় লিখুন

গ. দাতা কয় প্রকার ও কি কি? উত্তম দতার গুণাবলী বর্ণনা করুন।

৩। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিন ৬×১=৬

ক. 'প্রবারণা' শব্দের অর্থ কি? প্রবারণা উৎসবের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিন।

খ. 'প্রব্রজ্যা' কি? প্রব্রজিতের কর্তব্য কি কি লিখুন।

গ. মঙ্গল সূত্রের পটভূমি লিপিবদ্ধ করুন।

৪। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দিন ৭×১=৭

ক. 'নির্বাণ' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন।

খ. দুঃখ কি কি? দুঃখ আর্যসত্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখুন।

গ. 'কর্মই প্রাণীগণকে হীন-শ্রেষ্ঠ, উচ্চ-নীচ নানাভাবে বিভক্ত করে'। - বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে এই উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন করুন।

৫। যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন ৬×২=১২

ক. সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম কি কি ব্যাখ্যা করুন

খ. অনাথপিন্ডিদ কে ছিলেন? তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিখুন

গ. বিড়ূঢ়ভ কে ছিলেন? শাক্যবংশ নিধরনের কারণ কি?

ঘ. ক্ষান্তিবাদী জাতকের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

৬। যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন ৬×২=১২

ক. চার মহাতীর্থস্থানের নাম লিখুন এবং যে কোন একটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

খ. পাহাড়পুরের মহাবিহার সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

গ. প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি আহবানের কারণগুলো আলোচনা করুন।

ঘ. বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সম্রাট কনিষ্ঠের ভূমিকা কি ছিল, লিখুন।

এসএসসি সিলেবাস

প্রথমবর্ষ

SSC Syllabus

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

এসএসসি সিলেবাস
SSC Syllabus

প্রকাশ
মে ২০০৩

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আবদুর রাহীম

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দিন আব্বাস

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ মামুন মিঞা

Ó **ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণে
রাজীব আর্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২০/এ, তেজকুনীপাড়া, ঢাকা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিক্ষাক্রমের ধারণা	১
বাংলা	৭
ইংরেজি	১৫
গণিত	৩৫
সাধারণ বিজ্ঞান	৪৪
ইসলাম ধর্মশিক্ষা	৫৩
হিন্দু ধর্মশিক্ষা	৬১
খ্রিষ্ট ধর্মশিক্ষা	৭২
বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষা	৮১